প্রকাশনার ৮৬ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ৩৩ ২০ - ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

ক্ষুদ্রপুষ্প সেমিনারী, বান্দুরা, ঢাকা (১৯২৬)

আমাদের মাইনর সেমিনারীসমূহ



যিশু হৃদয়ের সেমিনারী
আলীকদম, চট্টগ্রাম (২০১৮)



সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার সেমিনারী
খুলনা (১৯৭২)

তোমরা কি চলে যেতে চাও?
প্রভু
আমরা কার কাছে যাব?
অনন্ত জীবনের কথা তো আপনার কাছেই আছে।

সেন্ট পলস্ মাইনর সেমিনারী
জলছত্র, ময়মনসিংহ (১৯৯০)

সেন্ট জন সেমিনারী
গিয়াসনগর, শ্রীমঙ্গল, সিলেট (২০১৮)



সেন্ট যোসেফ মাইনর সেমিনারী, দিনাজপুর (১৯৬৩)



হলি রোজারী সেমিনারী, পাদ্রিশিবপুর, বরিশাল (২০০৩)

শেকড়হীন শৈশব: অভিবাসন ও শরণার্থী সংকটে বাংলাদেশের শিশুদের অরক্ষিত ভবিষ্যৎ

স্কুল, কলেজের ম্যাগাজিন, জুবিলী ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানের স্মরণিকা ছাপার কাজ এখনই অর্ডার দিন। নিখুঁত সুন্দর ও ঝকঝকে ছাপার প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকি।
আপনাকে সাদর আমন্ত্রণ।

জেরী প্রিন্টিং প্রেস
বিশ্বস্ততা ও ঝকঝকে নিখুঁত ছাপার নির্ভরতার প্রতীক

ছাপার জগতে এক অনন্য নাম জেরী প্রিন্টিং।



সম্প্রতি জেরী প্রিন্টিং-এ সংযোজিত হয়েছে হাইডেলবার্গ সর্ক বাইকালার মেশিন।







জেরী প্রিন্টিং প্রেস খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান। প্রথম দিকে শুধুমাত্র সাপ্তাহিক প্রতিবেশী ছাপানোর উদ্দেশেই এটি স্থাপিত হয়েছিল। বর্তমানে জেরী প্রিন্টিং প্রেসকে একটি অত্যাধুনিক ডিজিটাল ছাপাখানায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। সম্প্রতি জেরী প্রিন্টিং-এ সংযোজিত হয়েছে হাইডেলবার্গ সর্ক বাইকালার মেশিন। যা ছাপার কাজে আনবে দ্রুততা ও স্পষ্টতা। যাবতীয় মুদ্রণ কাজের জন্য ইতোমধ্যেই প্রতিষ্ঠানটি সারা দেশে প্রশংসা কুড়িয়েছে ও হয়ে ওঠেছে নির্ভরতার প্রতীক।

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের অন্যতম আয় সৃষ্টিকারী বিভাগ হচ্ছে জেরী প্রিন্টিং প্রেস। মূলত এই আয় দিয়েই কেন্দ্রের অন্যান্য বিভাগের ভর্তুকী দেয়া হয়। এ প্রতিষ্ঠানের পুরো আয়ই সরাসরি মঙ্গলবাণী প্রচারে ব্যবহার করা হয়।

আপনাদের ছাপা কাজ যথাসময়ে পেতে এবং মঙ্গলবাণী প্রচারে সহায়তা করতে আপনাদের প্রতিষ্ঠান, স্কুল, সংঘ-সমিতি, ধর্মপল্লীর বিভিন্ন ছাপা কাজ জেরী প্রিন্টিং-এ করবেন বলে প্রত্যাশা রাখি।

যোগাযোগের জন্য : jerryprintingccc@gmail.com

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮৬, সংখ্যা : ৩৩
২০ সেপ্টেম্বর - ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ
০৫ আশ্বিন - ১১ আশ্বিন, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
নব কস্তা
বিশাল এভারিশ পেরেরা
অর্ঘ্য রোজারিও

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
সংগৃহীত

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
প্রান্ত গমেজ

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
পিতর হেম্ব্রম

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
মোবাইল : ০১৭৯৮৫১৩০৪২
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org
মূল্য : ১০ টাকা মাত্র

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

সেমিনারী ও সেমিনারিয়ানদের সঙ্গে আমাদের পথচলা

আমাদের কাথলিকদের জন্য সেমিনারী ও সেমিনারিয়ান শব্দ দুটি'র ধারণা নতুন কিছু নয়। আমরা স্বাভাবিকভাবেই জানি যারা ভবিষ্যতে যাজক হবে তারা সেমিনারীতে প্রবেশ করবে। সেমিনারী হলো যাজক গঠন প্রশিক্ষণ ক্ষেত্র। তবে এর বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে। মাইনর থেকে উচ্চ পর্যায়ে রয়েছে এ সেমিনারী। সময়ের পরিক্রমায় ও প্রয়োজনের তাগিদে বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি ধর্মপ্রদেশেই রয়েছে মাইনর সেমিনারী। আসলে বাংলাদেশ মণ্ডলীর ভবিষ্যৎ নিয়ে আমরা যখন ভাবি, তখন সেমিনারী ও সেমিনারিয়ানদের কথা বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন। কারণ সেমিনারী কেবল যাজক হওয়ার জন্য একটি প্রশিক্ষণকেন্দ্র নয়; এটি ভবিষ্যৎ মণ্ডলীর সেবক, নেতা ও দায়িত্বশীল মানুষ গড়ে তোলার একটি গুরুত্বপূর্ণ গঠনগৃহ। বাংলাদেশের মাইনর সেমিনারীগুলো বছরের পর বছর ধরে কিশোর-তরুণদের আধ্যাত্মিক, মানবিক, নৈতিক ও শিক্ষাগত গঠনের মাধ্যমে মণ্ডলীর জন্য প্রস্তুত করে আসছে।

বাংলাদেশের বিভিন্ন ধর্মপ্রদেশ পরিচালিত মাইনর সেমিনারীগুলোর বাস্তবতা এক নয়। কোথাও সেমিনারিয়ানের সংখ্যা কমছে, কোথাও আর্থিক ও অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা রয়েছে, কোথাও আবার যোগ্য ও অভিজ্ঞ গঠনকারীর অভাব অনুভূত হয়। একই সঙ্গে বর্তমান সমাজ-সংস্কৃতি ও প্রযুক্তিনির্ভর পরিবেশে তরুণদের সামনে জীবনের নানা আকর্ষণ ও বিকল্প পথ তৈরি হয়েছে। ফলে যাজকীয় আহ্বান সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি এবং সেই আহ্বানকে লালন করা আগের চেয়ে আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

এই বাস্তবতায় সেমিনারীকে শুধু বিশপ, যাজক বা সেমিনারী কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব হিসেবে দেখলে চলবে না। সেমিনারী সমগ্র মণ্ডলীর; সেমিনারিয়ানরাও সমগ্র মণ্ডলীর সন্তান। পরিবারে সন্তানদের মধ্যে ঈশ্বরের আহ্বান সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি, ধর্মপল্লীতে আহ্বানবিষয়ক প্রার্থনা ও আলোচনা, যুবদের সঙ্গে নিয়মিত সংযোগ এবং সম্ভাবনাময় তরুণদের সেমিনারীতে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করা–এসব দায়িত্ব আমাদের সবার।

সেমিনারিয়ানদের যত্নও হতে হবে সামগ্রিক। শুধু আর্থিক সহায়তা নয়; তাঁদের জন্য প্রার্থনা, উৎসাহ, বন্ধুত্ব, মানসিক সমর্থন এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত ও মানবিক সহযোগিতাও জরুরি। দরিদ্র পরিবারের অধিক সম্ভাবনাময় প্রার্থীদের জন্য বিশেষ সাহায্য সহযোগিতা করা যেতে পারে। ধর্মপল্লীগুলো নিয়মিতভাবে সেমিনারীয়ানদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখলে তাদের মধ্যে মণ্ডলীর সাথে একাত্মতা আরও গভীর হবে।

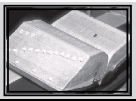
এই বছর বাংলাদেশ মণ্ডলী ক্ষুদ্র পুষ্প সেমিনারী, বান্দুরার শতবর্ষ পালন করছে। এর দীর্ঘ পথচলা আমাদের মনে করিয়ে দেয়–একটি ছোট উদ্যোগও শত বছরে একটি মণ্ডলীর ইতিহাসকে গভীরভাবে প্রভাবিত করতে পারে। এর প্রাক্তন সেমিনারীয়ানদের কেউ যাজক হয়েছেন, কেউ মণ্ডলী ও সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন। এমনকি সাহিত্য ও গণমাধ্যমেও তাঁদের অবদান রয়েছে।

এই উপলক্ষ্যকে কেন্দ্র করে প্রাক্তন সেমিনারিয়ানদের মধ্যে যে সেতুবন্ধনের উদ্যোগ শুরু হয়েছে, তাকে আরও কার্যকর করে বর্তমান সেমিনারিয়ানদের অনুপ্রেরণা, আহ্বান বৃদ্ধিতে সহায়তা দান ও মণ্ডলীয় সেবার সঙ্গে যুক্ত করা যেতে পারে। প্রাক্তনদের অভিজ্ঞতা নতুন প্রজন্মের জন্য মূল্যবান সম্পদ হতে পারে।

সেমিনারীর প্রকৃত অবদান শুধু কতজন যাজক এখান থেকে হয়েছেন – এই সংখ্যায় পরিমাপ করা যায় না। সেমিনারী একজন মানুষকে গড়ে তোলে। আধ্যাত্মিকতা, জ্ঞান, শৃঙ্খলা, আত্মনিয়ন্ত্রণ, ভ্রাতৃত্ব, দায়িত্ববোধ, সৌজন্য ও সেবার মনোভাব–এসবের সমন্বিত বিকাশই সেমিনারীয় গঠনের লক্ষ্য। ক্ষুদ্র পুষ্প সেমিনারীর পুরোনো নিয়মাবলীতেও এর সুস্পষ্ট প্রতিফলন রয়েছে। মোট ৫৭টি নিয়মের মধ্যে আধ্যাত্মিক গঠন, নিজের ও অপরের প্রতি কর্তব্য, পারস্পরিক সম্পর্ক, দায়িত্ব, ভদ্রতা এবং এমনকি টেবিলের আচরণ পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত ছিল। অর্থাৎ একজন ভবিষ্যৎ যাজককে কেবল ধর্মীয় জ্ঞান দেওয়া নয়, বরং জীবনযাপনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিণত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা ছিল এর মধ্যে।

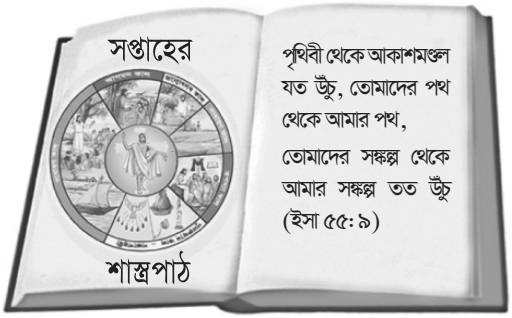
সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে গঠন-পদ্ধতিতেও পরিবর্তন এসেছে। বাইবেল ও উপাসনাকেন্দ্রিক আধ্যাত্মিক জীবন, ব্যক্তিগত প্রার্থনা, ধ্যান, পাপস্বীকার, আধ্যাত্মিক নির্দেশনা, ভ্রাতৃপ্রেম, দায়িত্ববোধ এবং আধুনিক মনস্তত্ত্ব ও শিক্ষা-বিজ্ঞানের আলোকে গঠনের ওপরও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

আসুন, আমরা অঙ্গীকার করি–আমাদের পরিবারে আহ্বানের বীজ বপন করব, ধর্মপল্লীতে আহ্বানের পরিবেশ সৃষ্টি করব, সেমিনারীকে প্রার্থনা ও সহযোগিতায় সমর্থন করব এবং সেমিনারিয়ানদের আপনজনের মতো পাশে থাকব। সেমিনারীর সঙ্গে আমাদের পথচলা আসলে ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ মণ্ডলীর সঙ্গে আমাদের পথচলা। একটি আহ্বানকে উৎসাহিত করা মানে একজন ব্যক্তিকে নয়, আগামী দিনের মণ্ডলীকে গড়ে তোলার কাজে অংশ নেওয়া। †



তেমনিভাবে যারা সবার আগে রয়েছে, তারা শেষে পড়বে; এবং যারা সবার শেষে রয়েছে, তারা সবার আগে দাঁড়াবে। (মথি ২০: ১৬)

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org



কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ২০ সেপ্টেম্বর - ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

২০ সেপ্টেম্বর, রবিবার
সাধারণকালের ২৫তম রবিবার *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-১)*
ইসা ৫৫: ৬-৯; সাম ১৪৫: ২-৩, ৮-৯, ১৭-১৮; ফিলি ১: ২০-২৪, ২৭; মথি ২০: ১-১৬

২১ সেপ্টেম্বর, সোমবার
সাধু মথি, প্রেরিতদূত ও সুসমাচার রচয়িতা, পর্ব
এফে ৪: ১-৭, ১১-১৩; সাম ১৯: ১-৪; মথি ৯: ৯-১৩

২২ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার
সাধারণকালের ২৫তম সপ্তাহ *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-১)*
প্রব ২১: ১-৬, ১০-১৩; সাম ১১৯: ১,২৭,৩০, ৩৪-৩৫, ৪৪; লুক ৮: ১৯-২১

২৩ সেপ্টেম্বর, বুধবার
সাধারণকালের ২৫তম সপ্তাহ *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-১)*
পিয়েত্রেল্‌চিনা'র সাধু পিউস (পাদ্রে পিও), *যাজক, স্মরণদিবস*
প্রব ৩০: ৫-৯, সাম ১১৯: ২৯,৭২, ৮৯, ১০১, ১০৪, ১৬৩; লুক ৯: ১-৬

২৪ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার
সাধারণকালের ২৫তম সপ্তাহ *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-১)*
উপ ১: ২-১১; সাম ৯০: ৩-৬, ১২-১৪, ১৭; লুক ৯: ৭-৯

২৫ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার
সাধারণকালের ২৫তম সপ্তাহ *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-১)*
উপ ৩: ১-১১; সাম ১৪৪: ১-৪; লুক ৯: ১৮-২২

২৬ সেপ্টেম্বর, শনিবার
সাধারণকালের ২৫তম সপ্তাহ *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-১)*
উপ ১১: ৯-১২: ৮; সাম ৯০: ৩-৬, ১২-১৪, ১৭; লুক ৯: ৪৩-৪৫

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

২০ সেপ্টেম্বর, রবিবার
+ ১৯৭৯, সি. মেরী আন্তনী, পিসিপিএ (ময়মনসিংহ)
+ ১৯৯১ সি. এম. লরেন্সিয়া, আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ২০০৫ সি. আন্দ্রিনা ব্যাপারী, এসসি (যশোর)
+ ২০১৬ সি. রোজারিয়া গ্রিত্তি, এসসি (ময়মনসিংহ)

২১ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার
+ ১৯৫৪ সি. কর্ডুলা, আরএনডিএম (ঢাকা)

২২ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার
+ ১৯৪৮ সি. এম. ব্লঞ্চ রিয়ার্ডন, সিএসসি
+ ১৯৮১ ফা. ভিন্সেন্ট ডেলাভি, সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০০৬ সি. রেবেকা গমেজ, সিআইসি (দিনাজপুর)

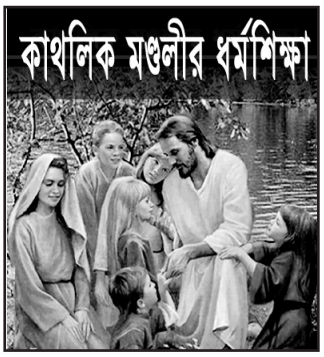
২৩ সেপ্টেম্বর, বুধবার
+ ১৯২৩ ফা. পাওলো রিপামন্তি, পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৫৫ ফা. জন বাপ্তিষ্ট পিনসন, সিএসসি
+ ১৯৬৬ ব্রা. লুদোভিক ভালোয়া, সিএসসি
+ ২০২৩ সি. এম. গডফ্রে, এমসি

২৪ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার
+ ১৯৮৭ ফা. আমব্রোজো দেল'ওর্তো, পিমে (দিনাজপুর)
+ ২০১৫ সি. আন্না জুদিচি, পিমে

২৫ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার
+ ২০০০ সি. এনরিকেত্তা মত্তা, এসসি (দিনাজপুর)
+ ২০০১ সি. থিওডোরা মিরিন্ডা, এসসি (খুলনা)
+ ২০০৪ সি. যোসেফ ওরর বয়েলিয়, সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ২০১৯ সি. মৃণালিনী রেমা, সিএসসি (ঢাকা)

২৬ সেপ্টেম্বর, শনিবার
+ ১৯৭২ সি. এম. এনিক, এসএসএমআই (ময়মনসিংহ)
+ ১৯৯৯ সি. আরতি রোজারিও, এসসি (রাজশাহী)
+ ২০১১ সি. এম. প্রিসিল্লা, এমসি
+ ২০১৬ ফা. জন যদু রায় (রাজশাহী)

তুমি তোমার প্রভু ঈশ্বরকে ভালবাসবে



২২৭৪ যেহেতু গর্ভসঞ্চারের পর থেকেই শিশুকে একজন ব্যক্তি হিসেবে বিবেচনা করতে হবে সেহেতু সম্পূর্ণ ভ্রূণটাকেই যতদূর সম্ভব অন্য যে-কোন মানুষের ন্যায় রক্ষা করতে হবে, তার যত্ন নিতে হবে এবং সুস্থ করে তুলতে হবে।

জন্মপূর্ব লক্ষণ বিশ্লেষণ বা পরীক্ষা নৈতিকভাবে বৈধ, "যদি তা ভ্রূণের জীবন ও অখণ্ডতা এবং গর্ভস্থিত মানবশিশুর প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করে এবং ব্যক্তি হিসেবে তার সুস্থতা বা রক্ষার উদ্দেশে পরিচালিত হয়।... প্রাপ্ত ফলাফলের উপর নির্ভর ক'রে গর্ভপাত ঘটানোর সম্ভাবনার চিন্তা নিয়ে এই পরীক্ষা চালানো হলে তা গুরুতরভাবে নৈতিকতার বিধান-বিরুদ্ধ কাজ: নিরীক্ষা বা লক্ষণ নির্ণয় মৃত্যুদণ্ড দানের সমার্থক হওয়া কোনভাবেই উচিত নয়।"

২২৭৫ "মানব ভ্রূণের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা বৈধ হিসেবে ধরে নেয়া যায় যদি তা ভ্রূণের পবিত্রতা এবয় জীবনকে মর্যাদা দেয় এবং এর জন্য আনুপাতিক প্রয়োজনের বেশী নেয়া না হয়। পক্ষান্তরে, এর সুস্থতার দিকে, স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য বা ব্যক্তির বাঁচার জন্য করা হয়।"

"উদ্দেশ্যমূলকভাবে স্বার্থ উদ্ধারের জন্য মানব-ভ্রূণকে যদি প্রয়োজন ফুরালে ফেলে দেয়া যায় এমন জৈবিক বস্তু হিসেবে ব্যবহারের জন্য উৎপাদন করা হয়, তবে তা অনৈতিক কাজ।"

"কোন কোন ক্ষেত্রে ক্রোমোজমিক বা বংশগত জন্মকোষকে প্রভাবান্বিত করা হয় চিকিৎসার প্রয়োজনে নয়, বরং প্রত্যাশিত লিঙ্গ অথবা পূর্বনির্ধারিত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী মানুষ জন্মদানের জন্য। এই ধরনের নিয়ন্ত্রণ মানুষের ব্যক্তিমর্যাদা এবং তাঁর পবিত্রতা ও পরিচিতির পরিপন্থী", যা অনন্য এবং পুনরাবৃত্তিযোগ্য নয়।

যন্ত্রণাহীন মৃত্যু

২২৭৬ যাদের জীবনের আয়ু কমে আসছে বা যারা দুর্বল হয়ে পড়েছে তারা বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র। অসুস্থ বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সাহায্য করতে হবে যাতে তারা যতদূর সম্ভব সুস্থ-স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে।

২২৭৭ উদ্দেশ্য এবং উপায় যা-ই হোক না কেন, সরাসরি যন্ত্রণাহীন মৃত্যু ঘটানো প্রতিবন্ধী, অসুস্থ বা মরণাপন্ন ব্যক্তির জীবনাবসানের লক্ষ্যেই হয়ে থাকে। সুতরাং এটা নৈতিকতা বহির্ভূত।

সুতরাং কষ্ট-যন্ত্রণা এড়ানোর উদ্দেশ্যে মৃত্যু যদি কোন কাজ করা অথবা না-করার ফল হয় বা সেই উদ্দেশ্যেই তা সম্পাদিত হয়, তবে তা নরহত্যারই সামিল এবং তা মানব-ব্যক্তির মর্যাদা ও সৃষ্টিকর্তা জীবনময় ঈশ্বরের প্রাপ্য সম্মানের ঘোর বিরুদ্ধাচরণ। সদিচ্ছা নিয়েও হয়তো কেউ এরূপ ভুল সিদ্ধান্ত নিতে পারে, কিন্তু তাই বলে এই ধরণের খুনীসুলভ কাজের প্রকৃতি পরিবর্তিত হয় না। এ ধরনের কাজ সব সময়ই নিষিদ্ধ এবং বাতিল করতে হবে।

ভুল সংশোধন

'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র ৩২তম সংখ্যার ১৫ পৃষ্ঠায় **'লক্ষীবাজারের পবিত্র ক্রুশ গীর্জার মহাপর্ব'** বিজ্ঞাপনটিতে দ্বিতীয় লাইনে *১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ* এর পরিবর্তে ***১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ*** পড়তে হবে। এই অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

সম্পাদক-
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী।

বাংলাদেশের মাইনর সেমিনারীসমূহ: যাজকীয় আহ্বান জীবনের ভিত্তিভূমি

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

বাংলাদেশের কাথলিক মণ্ডলীর প্রায় পাঁচশ বছরের পথচলায় যাজকীয় ও ধর্মব্রতী জীবনের বিকাশে সেমিনারীগুলোর অবদান অনস্বীকার্য। বিশেষ করে মাইনর সেমিনারীগুলো বহু বছর ধরে কিশোর ও তরুণদের মধ্যে যাজকীয় আহ্বানের বীজকে পরিচর্যা করে আসছে। একটি ছেলে যখন প্রথমবারের মতো অনুভব করে–"ঈশ্বর হয়তো আমাকে তাঁর বিশেষ সেবার জন্য ডাকছেন"–তখন সেই আহ্বানকে বুঝতে, যাচাই করতে এবং পরিণত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে যে পরিবেশ, প্রার্থনা, শিক্ষা, শৃঙ্খলা ও আধ্যাত্মিক সহায়তা প্রয়োজন, মাইনর সেমিনারী তা প্রদানের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র।

ঐতিহাসিক পথচলা

বাংলাদেশে মাইনর সেমিনারীর ইতিহাস মূলত স্থানীয় যাজক তৈরির দীর্ঘ প্রয়াসের ইতিহাস। ঔপনিবেশিক ও পাকিস্তান আমলে স্থানীয় যাজকের সংখ্যা সীমিত ছিল এবং অনেক প্রার্থীকে দেশের বাইরে গিয়ে উচ্চতর সেমিনারী শিক্ষায় অংশ নিতে হতো। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর স্থানীয় মণ্ডলীর নিজস্ব যাজকীয় গঠন আরও সুসংগঠিত করার প্রয়োজনীয়তা তীব্র হয়ে ওঠে। ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় জাতীয় মেজর সেমিনারীর কার্যক্রম শুরু হয় এবং ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে তা বনানীতে নিজস্ব ভবনে স্থানান্তরিত হয়। তবে মেজর সেমিনারীর আগে যে স্তরে একজন কিশোরের আহ্বানের প্রাথমিক পরিচর্যা প্রয়োজন, সেই কাজটি বহুদিন ধরে বিভিন্ন ডায়োসিসের মাইনর সেমিনারীগুলো করে আসছে।

মাইনর সেমিনারী

মাইনর সেমিনারীকে অনেকে "যাজক হওয়ার স্কুল" হিসেবে আখ্যায়িত করে। তবে শুধু এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে মাইনর সেমিনারীর প্রকৃত উদ্দেশ্য পুরোপুরি বোঝা যায় না। এটি মূলত যাজকীয় আহ্বান অন্বেষণ ও পরিচর্যার একটি পরিবেশ।

একজন কিশোর সেমিনারীতে প্রবেশ করার পর তার সামনে কয়েকটি মৌলিক প্রশ্ন ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়–

আমি কে? ঈশ্বর আমাকে কী জন্য সৃষ্টি করেছেন? আমি কি যাজকীয় জীবনের জন্য আহ্বান পেয়েছি? আমি কি মানুষের সেবা করতে প্রস্তুত? আমি কি প্রার্থনাময় জীবনযাপন করতে পারি? আমি কি নিজের স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে ঈশ্বরের পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত করতে পারি?

এই প্রশ্নগুলোর উত্তর একদিনে পাওয়া যায় না। তাই মাইনর সেমিনারীর কাজ হলো একজন কিশোরকে দ্রুত নিজের আহ্বান বুঝতে সাহায্য করা ও যাজকীয় জীবনের দিকে এগিয়ে দেওয়া।

ক্ষুদ্র পুষ্প সেমিনারী, বান্দুরার শতবর্ষের পথ চলা (১৯২৬-২০২৬)

শুরুর প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশ মণ্ডলীর ইতিহাসে ক্ষুদ্র পুষ্প সেমিনারী একটি ঐতিহাসিক নাম। এর ইতিহাস অবিভক্ত ভারত, পাকিস্তান ও স্বাধীন বাংলাদেশ–এই তিন যুগের ইতিহাসের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দ এর আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠাকাল বলা হলেও এর প্রতিষ্ঠার পেছনে রয়েছে দীর্ঘ প্রস্তুতি ও ক্রমবিকাশ। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে গোল্লা মিশনে ফাদার আলটেনহোফেন সিএসসি ও ফাদার জন হেনেসি সিএসসি একটি স্কুল শুরু করেন। পরবর্তী সময়ে স্থানীয় বালকদের মধ্যে যাজকীয় ও কাটেখিস্ট আহ্বান গড়ে তোলার চিন্তা থেকে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে বিশপ যোসেফ ল্যাগ্রা সিএসসি ঢাকার যুবক পিটার ডি'রোজারিওকে কলকাতা থেকে ঢাকায় ফিরিয়ে এনে যাজকীয় গঠনের ব্যবস্থা করার উদ্যোগ নেন। ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে তুমিলিয়াতে গঠনগৃহ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া হয়।



১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে ফাদার দেজরোচার্স সিএসসি, ফাদার তিমথী ক্রাউলী সিএসসি ও ব্রাদার পিটার হসিনস্কি সিএসসির সহযোগিতায় বান্দুরায় বালকদের নিয়ে একটি শিক্ষামূলক উদ্যোগ শুরু করেন। এটি তখনও সেমিনারী ছিল না; উদ্দেশ্য ছিল ভবিষ্যতে কেউ যাজক বা কাটেখিস্ট হওয়ার আহ্বান গ্রহণ করবে–এই আশায় তাদের শিক্ষা ও ধর্মীয় গঠন দেওয়া। ১৯২১-২২ খ্রিস্টাব্দে বান্দুরায় প্রকৃত অর্থে একটি আপস্টলিক স্কুল প্রতিষ্ঠার ধারণা দৃঢ় হয়।

১৯২২ খ্রিস্টাব্দে ফাদার দেজরোচার্স বান্দুরায় এসে আপস্টলিক স্কুলের ভিত্তি গড়ে দেন এবং ডিসেম্বর মাসে ফাদার জন ডেলোনী সিএসসি দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে ফাদার ডেলোনী আপস্টলিক স্কুল পরিচালনা করেন এবং যাজকীয় আহ্বানপ্রার্থী কয়েকজন বালক

তাঁর তত্ত্বাবধানে গড়ে উঠতে শুরু করে। ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো–বান্দুরা সেমিনারীকে কোনো একটি দিনে এককভাবে "প্রতিষ্ঠা" করা হয়নি; বরং বিভিন্ন উদ্যোগের ধারাবাহিক ও ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়ে এটি একটি সেমিনারীতে পরিণত হয়।

'ক্ষুদ্র পুষ্প সেমিনারী' নামের সূচনা

প্রতিষ্ঠাকাল নিয়ে বিভিন্ন সূত্রে ১৯২২, ১৯২৪ ও ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে "ক্ষুদ্র পুষ্প সেমিনারী" নামটি ফাদার জন ডেলোনী ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের শুরুতে ব্যবহার করতে শুরু করেন এবং একই বছরের ৩ অক্টোবর, ক্ষুদ্র পুষ্প সাধ্বী তেরেজার পর্বদিনে এর আনুষ্ঠানিকতা লাভ করে।

১৯২৬ খ্রিস্টাব্দ চারজন সেমিনারিয়ান–মাইকেল ডি'কস্তা, যাকব দেশাই, বেনেডিক্ট রাকসাম ও শিমন থেটাকে নিয়ে সেমিনারীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। এভাবেই বান্দুরার মাটিতে শুরু হয় একটি ছোট কিন্তু সুদূরপ্রসারী স্বপ্নের যাত্রা।

গঠন ও বিকাশের শতবর্ষ

প্রথমদিকে ক্ষুদ্র পুষ্প সেমিনারী এবং আপস্টলিক স্কুলের কার্যক্রম ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল। আপস্টলিক স্কুলের মাধ্যমে যাজক, কাটেখিস্ট ও মিশনের শিক্ষক তৈরির প্রস্তুতি দেওয়া হতো। পরবর্তী সময়ে কেবল যাজকীয় আহ্বানপ্রার্থীদের জন্য সেমিনারীর ব্যবস্থা আরও সুসংগঠিত হয়। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের দিকে আপস্টলিক বোর্ডিংয়ের পৃথক ব্যবস্থা বিলুপ্ত হয়ে সেমিনারী মূলত যাজকীয় আহ্বানপ্রার্থীদের গঠনের প্রতিষ্ঠান হিসেবে এগিয়ে যায়।

প্রথম কয়েক দশকে পবিত্র ক্রুশ সংঘের বিদেশি যাজকেরা সেমিনারী পরিচালনা করলেও ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে ফাদার মাইকেল রোজারিও প্রথম বাঙালি ও ধর্মপ্রদেশীয় যাজক পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি পরবর্তীতে দিনাজপুরের বিশপ ও ঢাকার আর্চবিশপ হন। তাঁর সময়ে বর্তমানের গুরুত্বপূর্ণ দোতলা ভবন নির্মিত হয় এবং সেমিনারীর অবকাঠামোগত উন্নয়ন ঘটে।

পরবর্তী পরিচালকগণ তাঁদের নিজ নিজ বিশেষ গুণ ও নেতৃত্বের মাধ্যমে সেমিনারীর আধ্যাত্মিক, মানবিক, একাডেমিক, সাংস্কৃতিক ও নৈতিক গঠনকে সমৃদ্ধ করেছেন। কেউ পড়াশোনার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন, কেউ আধ্যাত্মিকতার ওপর, কেউ খেলাধুলা ও সংস্কৃতির ওপর, আবার কেউ অবকাঠামো ও প্রশাসনিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন। ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মোট ৩৪ জন পরিচালক সেমিনারীর দায়িত্ব পালন করেছেন বলে প্রদত্ত তালিকায় উল্লেখ আছে।

বাংলাদেশ মণ্ডলীতে অনন্য অবদান

ক্ষুদ্র পুষ্প সেমিনারীর সবচেয়ে বড় অবদান হলো বাংলাদেশ মণ্ডলীর জন্য স্থানীয় যাজকীয় নেতৃত্ব গড়ে তোলা। সেমিনারীর প্রাথমিক লক্ষ্যই ছিল দেশীয় সেমিনারিয়ানদের পড়াশোনা ও আধ্যাত্মিক গঠনের মাধ্যমে প্রস্তুত করা।

১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের একটি মূল্যায়নে উল্লেখ করা হয় যে সেমিনারী তখন পর্যন্ত প্রায় ৪০ জন দেশীয় যাজক উপহার দিয়েছে, যাদের মধ্যে তিনজন বিশপ হয়েছেন। পরবর্তী সময়ে এই প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে বিশপ ও আর্চবিশপসহ বহু পুরোহিত বাংলাদেশের বিভিন্ন ধর্মপ্রদেশে সেবা করেছেন।

ঈশ্বরের সেবক আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী, আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও, বিশপ যোয়াকীম রোজারিও, বিশপ মাইকেল এ ডি'রোজারিও, বিশপ থিওটোনিয়াস গমেজ সিএসসি, আর্চবিশপ বিজয় এন. ডি'ক্রুজ, বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজসহ বহু পরিচিত মাণ্ডলিক নেতার গঠনজীবনের সঙ্গে বান্দুরার এই প্রতিষ্ঠান প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত।

এর অবদান কেবল পুরোহিত তৈরির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। সেমিনারীর প্রাক্তন ছাত্ররা লেখক, শিক্ষক, প্রশাসক, সমাজসেবক ও মণ্ডলীর বিভিন্ন দায়িত্বে কাজ করেছেন। প্রাক্তন সেমিনারিয়ানদের অনেকে পরবর্তীকালে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন। তাঁদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ও মণ্ডলীর সেবায় আরও ভূমিকা রাখার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ প্রাক্তন সেমিনারিয়ান ফোরামও গড়ে উঠেছে।

বর্তমান ক্ষুদ্র পুষ্প সেমিনারী

একশ বছর পরেও বান্দুরা ক্ষুদ্র পুষ্প সেমিনারী তার মূল দায়িত্ব থেকে সরে যায়নি–যুবকদের মধ্যে যাজকীয় আহ্বান শনাক্ত করা, লালন করা এবং তাদের আধ্যাত্মিক, মানবিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক গঠনের জন্য প্রস্তুত করা। ২০২৬ খ্রিস্টাব্দের তথ্য অনুযায়ী সেমিনারীতে ৬২ জন সেমিনারিয়ান রয়েছে–এসএসসি পরীক্ষার্থী ৪ জন, দশম শ্রেণীতে ১২ জন, নবম শ্রেণীতে ২৮ জন এবং অষ্টম শ্রেণীতে ১৮ জন।

২০২৬ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি থেকে ফাদার ঝলক আন্তনী দেশাই পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তাঁর সহকারী ফাদার লিঙ্কন মিখায়েল কস্তা এবং আধ্যাত্মিক পরিচালক ফাদার জেভিয়ার পিউরিফিকেশন। বর্তমান সময়ে শৃঙ্খলা, ইংরেজি ও শুদ্ধ ভাষা ব্যবহার, ভবনের সংস্কার, সৌরবিদ্যুৎ ও সিসিটিভি স্থাপন, চ্যাপেল ও অন্যান্য স্থাপনার সংস্কারের মতো বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

তবে শতবর্ষের এই সময়ে সেমিনারীকে নতুন বাস্তবতার মুখোমুখিও হতে হচ্ছে। যে বান্দুরা একসময় ছিল নিরিবিলি ও নৌকাযোগে যোগাযোগনির্ভর একটি এলাকা, বর্তমানে সেখানে জনবসতি, বাজার, যানবাহন ও শব্দদূষণ অনেক বেড়েছে।

একশ বছর ধরে ক্ষুদ্র পুষ্প সেমিনারী সেই সেবার বীজ বপন করে চলেছে। আগামী শতাব্দীতেও যেন বান্দুরার এই 'ক্ষুদ্র পুষ্প' বাংলাদেশ মণ্ডলীর জন্য বহু সুগন্ধময় যাজকীয় ও মানবিক জীবনের জন্ম দিতে পারে–এটাই হোক শতবর্ষের প্রার্থনা ও প্রত্যাশা।

সেন্ট যোসেফ মাইনর সেমিনারী, দিনাজপুর (১৯৬৩)

বাংলাদেশ মণ্ডলীতে অন্যতম প্রাচীন একটি সেমিনারী সেন্ট যোসেফস্ মাইনর সেমিনারী। দিনাজপুরের সেন্ট যোসেফস্ মাইনর সেমিনারী উত্তরবঙ্গের একটি ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বা গঠন গৃহ। ধর্মপ্রদেশীয় যাজক বা পুরোহিত হওয়ার জন্য ইচ্ছুক ছেলেদের মানবিক, বুদ্ধিবৃত্তি, আধ্যাত্মিক ও পালকীয় গঠন প্রদান করাই এই গঠন গৃহের মূল লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য।



সেন্ট যোসেফস মাইনর সেমিনারী পিমে মিশনারীদের দ্বারা ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই সাথে যিশুর পালক পিতা সাধু যোসেফের নামে নামকরণ করা হয়। এই সেমিনারী স্থানীয় বা ধর্মপ্রদেশীয় যাজক বা পুরোহিত তৈরীর প্রাথমিক স্তরের বা আধ্যাত্মিক গঠনমূলক শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। দিনাজপুর শহরের দক্ষিণে কসবা নামক জায়গায় এ সেন্ট যোসেফস মাইনর সেমিনারী প্রতিষ্ঠিত। এই 'মাইনর' সেমিনারীতে সাধারণত স্কুল পর্যায়ের ছাত্রদের সাধারণ পড়াশুনার পাশাপাশি ধর্মশিক্ষা, নৈতিক শিক্ষা, সামাজিক শিক্ষা, নিয়মানুবর্তিতা ও আধ্যাত্মিক জীবনের প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা হয়।

পূর্বে দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশ, রাজশাহী ধর্মপ্রদেশ ও জয়পুরহাট ধর্মপ্রদেশ সংযুক্ত থাকায় উত্তরবঙ্গের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সেমিনারী বা গঠন গৃহ। এ গঠনগৃহ থেকেই অনেক যাজক বা পুরোহিত বাংলাদেশ মণ্ডলী লাভ করেছে। এমন কি এ গঠনগৃহের বেশ কয়েকজন যাজক বিশপ পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন বিশপ জের্ভাস রোজারিও, বিশপ সেবাস্টিয়ান টুডু, বিশপ ইম্মানুয়েল রোজারিও ও বিশপ পল গমেজ।

পূর্বে ষষ্ঠ থেকে এসএসসি পর্যন্ত সেমিনারিয়ানগণ এখান থেকে গঠন লাভ করতো। কিন্তু বর্তমানে এ গঠনগৃহে অষ্টম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত উন্নীত করা হয়েছে। বর্তমানে হাইস্কুলে ৩০ জন ও কলেজে ১৫ জন সেমিনারিয়ান এ সেমিনারীতে গঠন লাভ করছে। পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ সেবাষ্টিয়ান টুডু এর সার্বিক তত্ত্বধানে ফাদার ভিনসেন্ট মুর্মু পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। আধ্যাত্মিক শিক্ষাদানের জন্য শ্রদ্ধেয় ফাদার ফ্রাঙ্কো, পিমে সহযোগীতা করছেন। এছাড়াও সেমিনারীর স্টাফ হিসেবে ফাদার বিদ্যা বর্মণ ও ফাদার প্রদীপ মারান্ডী দায়িত্ব পালন করছেন।

উত্তরবঙ্গের যাজকীয় গঠনের জন্য ঐতিহ্যবাহী গঠনগৃহ এ 'সেন্ট যোসেফস মাইনর সেমিনারী'। অসংখ্য যাজক/পুরোহিত এখান থেকে গঠন লাভ করে মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছেন।

সেন্ট পল'স মাইনর সেমিনারী, জলছত্র (১৯৯০)

ময়মনসিংহ ডায়োসিসে St. Paul's Minor Seminary, Jalchatra ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। ময়মনসিংহ অঞ্চলে আদিবাসী ও গ্রামীণ খ্রিস্টান সমাজের মধ্যে যাজকীয় আহ্বান বিকাশে এ ধরনের প্রতিষ্ঠান বিশেষ ভূমিকা রাখে। কিশোর বয়স থেকেই প্রার্থনা, শিক্ষা, সম্প্রদায়জীবন ও সেবার মাধ্যমে প্রার্থীদের আহ্বান যাচাইয়ের সুযোগ তৈরি হয় এখানে। ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশ প্রতিষ্ঠার সাথে সাথেই নিজস্ব আহ্বান বৃদ্ধিও জন্য এ সেমিনারী প্রতিষ্ঠিত হয় এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক যাজক এ সেমিনারীর শিক্ষায় প্রশিক্ষিত হয়ে ধর্মপ্রদেশে সেবা দিয়ে যাচ্ছেন।

হলি রোজারী মাইনর সেমিনারী: (১৯৭৯/২০০৩)

বরিশাল ধর্মপ্রদেশের যাজক গঠনের অন্যতম প্রতিষ্ঠান হলো হলি রোজারী মাইনর সেমিনারী, পাদ্রীশিবপুর, বাকেরগঞ্জ, বরিশাল। দীর্ঘদিন ধরে এই সেমিনারী কিশোর ও তরুণদের খ্রিস্টীয় মূল্যবোধ, মানবিক গুণাবলী ও যাজকীয় জীবনের জন্য প্রস্তুত করে আসছে। প্রার্থনা, অধ্যয়ন, শৃঙ্খলা, শ্রম ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ জীবনযাপনের মাধ্যমে এখানে সেমিনারিয়ানদের সামগ্রিক গঠন দেওয়া হয়।



সেমিনারীর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে প্রয়াত মহামান্য বিশপ যোয়াকিম রোজারিও সিএসসি, গৌরনদী ধর্মপল্লীতে "সেবকালয়" নামে চট্টগ্রাম ডায়োসিসের প্রথম মাইনর সেমিনারী প্রতিষ্ঠা করেন। সেমিনারীর প্রথম পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ব্রাদার লরেন্স ডায়াস সিএসসি। সেই সময় থেকেই ভবিষ্যৎ পুরোহিত হওয়ার প্রত্যাশী কিশোরদের আধ্যাত্মিক, মানবিক ও নৈতিক গঠনের একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়।

প্রথমদিকে সেমিনারিয়ানরা একটি অ-খ্রিস্টান পরিচালিত বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করত। বিদ্যালয়টি সেমিনারী থেকে বেশ দূরে হওয়ায় ছাত্রদের নিয়মিত যাতায়াত এবং সার্বিক গঠন প্রক্রিয়ায় নানা ধরনের অসুবিধা দেখা দিত। ফলে সেমিনারীর শিক্ষা ও গঠনকে আরও সুন্দর, সুশৃঙ্খল কার্যকর করার প্রয়োজনীয়তা ক্রমশ ফুটে ওঠে।

এই বাস্তবতাকে সামনে রেখে চট্টগ্রাম ডায়োসিসের তৎকালীন বিশপ প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি ভবিষ্যৎ পুরোহিতদের জন্য আরও

উপযোগী পরিবেশে একটি নতুন মাইনর সেমিনারী প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তার এই দূরদর্শী উদ্যোগ গ্রহণের ফলেই ১০ জানুয়ারি ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে বরিশাল জেলার পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লীতে "হলি রোজারী মাইনর সেমিনারী" প্রতিষ্ঠিত ও উদ্বোধন করা হয়।

যদিও "হলি রোজারী মাইনর সেমিনারী" নামে প্রতিষ্ঠানটির আনুষ্ঠানিক যাত্রা ১০ জানুয়ারি ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে শুরু হয়, তবুও এর ইতিহাসের শিকড় গভীরে- ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে গৌরনদী ধর্মপল্লীতে প্রতিষ্ঠিত "সেবকালয়" এর মধ্যে নিহিত।

হলি রোজারী মাইনর সেমিনারী প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিভিন্ন সময়ে অনেক ফাদারগণ পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁদের স্নেহ, যত্ন, আধ্যাত্মিক দিকনির্দেশনা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে সেমিনারীর ছাত্রদের গঠন ও শিক্ষাজীবন এগিয়ে চলছে। প্রথম পরিচালক ফাদার জেরম রিংকু গোমেজ থেকে বর্তমান পরিচালক ফাদার রিচার্ড বাবু হালদার মোট ৯জন পরিচালক সেমিনারীতে সেবা দিয়েছেন।

হলি রোজারী মাইনর সেমিনারী পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লীর মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে অবস্থিত। সেমিনারীর কাছেই সেন্ট আলফ্রেড স্কুল এন্ড কলেজ এবং নিকটেই রয়েছে শ্রীমন্ত নদী, পুকুর ও সবুজ-শ্যামল পরিবেশ। এই শান্ত ও প্রাকৃতিক পরিবেশ সেমিনারিয়ানদের প্রার্থনা, অধ্যয়ন ও আধ্যাত্মিক চিন্তনের জন্য বিশেষ সহায়ক। বর্তমানে এখানে মাইনর ও ইন্টারমিডিয়েট পর্যায়ের সেমিনারিয়ানদের গঠন ও শিক্ষা দেওয়া হয়।

বর্তমানে সেমিনারীতে ১৮ জন ছাত্র যাজকীয় আহ্বানের প্রস্তুতি নিচ্ছে। তাদের নিয়মানুবর্তিতা, নিয়মিত অধ্যয়ন, আধ্যাত্মিক অনুশীলন, শারীরিক শ্রম, নিয়মিত খেলাধুলা এবং সেমিনারিয়ানদের পরিচ্ছন্নতা ও দায়িত্বশীলতার ক্ষেত্রে আরও উন্নতির প্রয়োজনে কাজ করা হচ্ছে। আধুনিক প্রযুক্তি ও ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রতি আকর্ষণের পাশাপাশি সেমিনারিয়াদের মধ্যে আত্মনিয়ন্ত্রণ, আনুগত্য ও সেবার মনোভাব আরও গভীর করা বর্তমান সময়ে গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ।

হলি রোজারী মাইনর সেমিনারী বরিশাল ধর্মপ্রদেশের ভবিষ্যৎ যাজক গঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। তাই সেমিনারীর অবকাঠামো উন্নয়ন, শিক্ষার পরিবেশ সমৃদ্ধকরণ, আধ্যাত্মিক গঠন আরও শক্তিশালী করা এবং সেমিনারিয়ানদের জন্য স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একই সঙ্গে নতুন যাজকীয় আহ্বানকে উৎসাহিত করতে "এসো দেখে যাও" ও উৎসাহমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম আরো বেশি করে জোরদার করতে হবে।

সাধু পোপ ষষ্ঠ পল সেমিনারী, বনপাড়া (১৯৯০)

নাটোর জেলার ঐতিহ্যবাহী বনপাড়ায় অবস্থিত 'সাধু পোপ ষষ্ঠ পল সেমিনারী প্রাথমিক যাজক পদপ্রার্থী গঠনগৃহ', যা সাধারণভাবে বনপাড়া মাইনর সেমিনারী নামে পরিচিত, রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ যাজকীয় গঠনকেন্দ্র।

১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশ থেকে পৃথক হয়ে রাজশাহী নতুন ধর্মপ্রদেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর স্থানীয় তরুণদের জন্য নিজস্ব গঠনগৃহের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এর আগে রাজশাহী অঞ্চলের সেমিনারিয়ানদের দূরবর্তী দিনাজপুরের সেন্ট যোসেফ সেমিনারীর ওপর নির্ভর করতে হতো। দূরত্ব, যাতায়াতের অসুবিধা এবং স্থানীয় ধর্মপ্রদেশীয় পরিবেশে গঠনের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় তৎকালীন বিশপ পৌলিনুস কস্তা ও স্থানীয় পুরোহিতদের উদ্যোগে বনপাড়া মাইনর সেমিনারি প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীতে ফাদার দিনো জাকোমিনেল্লীর তত্ত্বাবধানে ও পরিশ্রমে সেমিনারীর অবকাঠামো গড়ে ওঠে।



২৮ আগস্ট ২০০৪ খ্রিস্টাব্দে মাত্র চারজন ছাত্র ও ডিকন উজ্জ্বলকে নিয়ে বনপাড়া সাধু পোপ ষষ্ঠ পল মাইনর সেমিনারী আনুষ্ঠানিকভাবে তার যাত্রা শুরু করে। সেই সময় তাদের পরিচালনা ও প্রাথমিক গঠনের দায়িত্বে ছিলেন ফাদার সুশান্ত ডি'কস্তা। প্রতিষ্ঠার শুরুতে সুযোগ-সুবিধা সীমিত হলেও ভবিষ্যৎ যাজকীয় আহ্বানকে লালন করার স্বপ্ন ও প্রত্যয় ছিল গভীর। এই ছোট্ট সূচনার মধ্যেই নিহিত ছিল রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের তরুণদের জন্য একটি নিজস্ব গঠনকেন্দ্র গড়ে তোলার দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা। পরবর্তীতে ১৯ জানুয়ারি ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে সেমিনারীর দোতলা মূলভবন আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন ও আশীর্বাদ করা হয়। এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটির প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি আরও সুদৃঢ় হয় এবং তরুণদের জন্য একটি স্থায়ী আবাসিক ও গঠনমূলক পরিবেশ নিশ্চিত হয়। সেই সময় থেকে বনপাড়া মাইনর সেমিনারী ধীরে ধীরে তার শিক্ষা, আধ্যাত্মিক পরিচর্যা, মানবিক গঠন এবং পালকীয় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বিস্তৃত করতে থাকে।

সেমিনারীর মূল লক্ষ্য হলো তরুণদের সার্বিক ব্যক্তিত্ব গঠন। সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি নিয়মিত প্রার্থনা, বাইবেল পাঠ, আত্মিক পরিচর্যা, নির্জনধ্যান, সংগীত ও বাদ্যযন্ত্র প্রশিক্ষণ, ইংরেজি ভাষা চর্চা, দেয়ালিকা প্রকাশ এবং বিভিন্ন খেলাধুলার মাধ্যমে তাদের প্রতিভা ও নেতৃত্বের বিকাশ ঘটানো হয়। শিক্ষার্থীরা মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক পর্যায়ে স্থানীয় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করে এবং একই সঙ্গে শৃঙ্খলা, দায়িত্ববোধ ও সেবার মানসিকতা অর্জন করে। সেমিনারিয়ানদের গঠন শুধু সেমিনারীর অভ্যন্তরে সীমাবদ্ধ নয়। তারা স্থানীয় ধর্মপল্লীর প্রার্থনা, ক্রুশের পথ, যুব কার্যক্রম, ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও বিভিন্ন সামাজিক সেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ করে। এর মাধ্যমে তারা সাধারণ মানুষের জীবন, আনন্দ-বেদনা ও সামাজিক বাস্তবতার সঙ্গে পরিচিত হয় এবং ভবিষ্যৎ পালকীয় জীবনের জন্য বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করে।

সেমিনারীর প্রথম পরিচালক ফাদার সুশান্ত ডি'কস্তা থেকে বর্তমান পরিচালক ফাদার ব্লেইজ কস্তাসহ মোট ৮জন পরিচালক সেমিনারীতে সেবা দিয়েছেন আধ্যাত্মিক পরিচালক ও অন্যান্য ফাদারদের সহযোগিতায়। এ পর্যন্ত প্রায় ১,৮০০ জন ছাত্র এখানে গঠন লাভ করেছে এবং তাদের মধ্যে ৮ জন যাজক হয়েছে, সেই সাথে বিভিন্ন সেমিনারীতে কিছু সেমিনারিয়ান রয়েছেন, যাজক হবার প্রত্যাশায় ও মণ্ডলীর সেবায় আত্মনিয়োগ করতে।

বর্তমানে সেমিনারীতে ৩৪ জন সেমিনারিয়ান অবস্থান করছে। তারা স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক পর্যায়ে পড়াশোনা করছে এবং পাশাপাশি আধ্যাত্মিক, মানবিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও পালকীয় গঠন লাভ করছে। উপযুক্ত প্রার্থীরা পরবর্তীতে সেন্ট পিটার্স সেমিনারী, রাজশাহী অথবা রমনা সাধু যোসেফের সেমিনারী, পর্যায়ক্রমে বনানী মেজর সেমিনারী ও অন্যান্য গঠনকেন্দ্রে উচ্চতর যাজকীয় শিক্ষার জন্য অগ্রসর হন।

যিশুর পবিত্র হৃদয়ের সেমিনারী, আলীকদম, চট্টগ্রাম (২০১৮ খ্রিস্টাব্দ)

প্রয়াত আর্চবিশপ মজেস এম কস্তা সিএসসি যখন চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তখন থেকেই তার চিন্তা ছিল পাহাড় এলাকায় মঙ্গলবাণী ঘোষণাপূর্বক সেবাকর্ম গতিশীল করা এবং সেখানকার স্থানীয় আহ্বান বৃদ্ধি করা। সেলক্ষ্যে তিনি আলীকদম, বান্দরবানে ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে যিশুর পবিত্র হৃদয়ের সেমিনারী নির্মাণ করেন। এটি শান্তি রাণী চার্চ, আলীকদম, বান্দরবানে অবস্থিত। সুদূরপ্রসারী এই উদ্যোগ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা তা দেখায় যে বাংলাদেশে আহ্বান গঠন কেবল ঐতিহ্যবাহী কেন্দ্রগুলোতে সীমাবদ্ধ নেই; নতুন পালকীয় বাস্তবতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে নতুন কেন্দ্রও গড়ে উঠছে। বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রামের মতো সাংস্কৃতিক ও ভৌগোলিকভাবে বৈচিত্র্যময় এলাকায় স্থানীয় তরুণদের মধ্য থেকে যাজকীয় আহ্বানে আকর্ষণ করা মণ্ডলীর ভবিষ্যৎ পালকীয় সেবার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।



১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে খুলনা বাবুখান রোডে খুলনা ডায়োসিসের জন্য নির্মিত হয় সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ারের সেমিনারী এবং ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে গিয়াসনগর, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজারে সিলেট ডায়োসিসের মাইনর সেমিনারী 'সেন্ট জন সেমিনারী' নির্মিত হয়।

মাইনর সেমিনারীগুলোর অবদান

১) আহ্বানের বীজ শনাক্ত করা: প্রত্যেক সেমিনারিয়ান উচ্চ সেমিনারীতে প্রবেশের আগে যাজক হওয়ার দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়ে আসে না। কিশোর বয়সে অনেকের মধ্যে শুধু একটি আকর্ষণ বা প্রশ্ন থাকে–"আমি কি ঈশ্বরের জন্য বিশেষ কিছু করতে পারি?" মাইনর সেমিনারী সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে সাহায্য করে।

২) প্রার্থনার জীবন গড়ে তোলা: যাজকীয় জীবনের ভিত্তি হলো ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক। তাই মাইনর সেমিনারীর অন্যতম বড় অবদান হলো– দৈনিক প্রার্থনা, পবিত্র খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ, খ্রিস্টপ্রসাদের প্রতি ভক্তি, বাইবেল পাঠ, মা মারীয়ার প্রতি ভক্তি, নীরবতা ও ধ্যানের মাধ্যমে একজন কিশোরের আধ্যাত্মিক জীবন ধীরে ধীরে গড়ে তোলা।

৩) মানবিক পরিপক্কতা: ভালো যাজক হওয়ার জন্য শুধু ধর্মতত্ত্বের জ্ঞান যথেষ্ট নয়। একজন যাজকের জন্য প্রয়োজন দায়িত্ববোধ, শৃঙ্খলা, আত্মসংযম, সহানুভূতি, নেতৃত্ব, মানুষের কথা শোনার ক্ষমতা, সহযোগিতার মানসিকতা ও সত্যবাদিতার মনোভাব। মাইনর সেমিনারী এসব গুণের প্রাথমিক ভিত্তি তৈরি করতে পারে।

৪) শিক্ষা ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রস্তুতি: সেমিনারী জীবন একজন প্রার্থীর মধ্যে অধ্যয়ন ও অনুসন্ধানের অভ্যাস তৈরি করে। ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি সাধারণ শিক্ষায় ভালো ভিত্তি তৈরি হওয়া পরবর্তী দর্শন ও ধর্মতত্ত্ব অধ্যয়নে সহায়ক হয়।

৫) সামাজিক জীবনের শিক্ষা: ভবিষ্যতের একজন যাজককে নানা ধরনের মানুষের সঙ্গে বাস করতে হবে। তাই সেমিনারীতে একসঙ্গে থাকা, কাজ করা, মতপার্থক্য মোকাবেলা করা এবং অন্যকে সম্মান করার শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৬) মণ্ডলীর ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব তৈরি: আজকের মাইনর সেমিনারিয়ানই আগামী দিনের– যাজক, পালক, শিক্ষক, ধর্মীয় নেতা, আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক এবং মণ্ডলীর সেবক। তাই মাইনর সেমিনারীর যত্ন নেওয়া মানে শুধু কয়েকজন কিশোরের যত্ন নেওয়া নয়; এটি ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ মণ্ডলীর জন্য বিনিয়োগ।

বর্তমান চ্যালেঞ্জ

মাইনর সেমিনারীগুলোর অবদান গুরুত্বপূর্ণ হলেও বর্তমান সময়ে কয়েকটি চ্যালেঞ্জ বিশেষভাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

১. আহ্বানের সংখ্যা ও মান: সবসময় পর্যাপ্ত প্রার্থী পাওয়া যায় না। আবার যে প্রার্থীরা আসে, তাদের মধ্যে কে সত্যিকার অর্থে যাজকীয় আহ্বানে এগোতে পারে, তা নির্ণয়ের জন্য যথাযথ সঙ্গদান প্রয়োজন।

২. পরিবার ও সামাজিক পরিবর্তন: আজকের পরিবারে সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রত্যাশা অনেক পরিবর্তিত হয়েছে। উচ্চশিক্ষা, বিদেশে যাওয়া, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও পেশাগত সাফল্য অনেক সময় আহ্বান নির্ধারণের ওপর প্রভাব ফেলে।

৩. ডিজিটাল সংস্কৃতি: আজকের কিশোররা মোবাইল, YouTube, Facebook, TikTok ও অন্যান্য ডিজিটাল মাধ্যমে বড় হচ্ছে। সেমিনারীর গঠন কার্যক্রমকে তাই ডিজিটাল সংস্কৃতির বাস্তবতাকে উপেক্ষা করলে চলবে না।

৪. দক্ষ গঠনদাতার প্রয়োজন: মাইনর সেমিনারীর পরিচালক, সহকারী পরিচালক ও আধ্যাত্মিক পরিচালক এবং শিক্ষকরা শুধু প্রশাসক নন; তাঁরা vocation formator। তাঁদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ, অ্যাধাত্মিক নবায়ন এবং যথাযথ গঠন প্রয়োজন।

৫. ছোট মণ্ডলীতে বড় দায়িত্ব: বাংলাদেশে কাথলিকরা সংখ্যায় অল্প। ফলে প্রতিটি আহ্বানই অত্যন্ত মূল্যবান। একটি প্রকৃত আহ্বান হারানো মানে শুধু একজন প্রার্থীর হারিয়ে যাওয়া নয়; ভবিষ্যতে একটি বৃহত্তর পালকীয় সেবার সম্ভাবনাও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া।

মাইনর সেমিনারীর প্রতি যত্নদানে কিছু প্রস্তাবনা

১) প্রতিটি মাইনর সেমিনারীর জন্য আহ্বান দল গঠন করা যারা কিশোরদের সেমিনারীতে প্রেরণ ও যত্নদানে সজাগ দৃষ্টি রাখবে।

২) প্রাক্তন সেমিনারিয়ানদের নিয়ে ফোরাম গঠন করা। যারা অনুপ্রেরণা, অর্থ, আহ্বান বৃদ্ধিকলোপ বিভিন্ন কাজকর্মে সহযোগিতা করবেন।

৩) যাজকীয় জীবনে আহ্বানের পথে ধর্মপল্লী ও মাইনর সেমিনারীর সাথে অংশীদারিত্বমূলক সম্পর্ক গড়া।

৪) একজন সেমিনারিয়ানের দত্তক/দায়িত্ব নিন। এটি কয়েকজন ব্যক্তি, পরিবার, ধর্মপল্লী, ধর্মসংঘ, সংগঠন বা সমিতিও নিতে পারে। কেউ পূর্ণাঙ্গ ভাবে না পারলেও আংশিকভাবে নিতে পারে।

৫) যুবকদের কাছে যাজকীয় আহ্বানের বার্তা নিতে হলে ডিজিটালি করতে হবে।

৬) মাইনর সেমিনারীগুলোর ইতিহাস সংরক্ষণ করতে হবে।

উপসংহার: বাংলাদেশের মাইনর সেমিনারীগুলো শুধু ভবিষ্যৎ যাজকদের আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নয়। বরং এগুলো মানবিক বিকাশ, আহ্বান অন্বেষণ, আধ্যাত্মিক পরিপক্কতা, খ্রিস্টীয় মূল্যবোধ এবং মণ্ডলীর ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব তৈরির প্রাথমিক বিদ্যালয়। তাই মাইনর সেমিনারীর প্রতি বিনিয়োগ কোনো অতিরিক্ত ব্যয় নয়; এটি বাংলাদেশ মণ্ডলীর ভবিষ্যতের প্রতি বিনিয়োগ। একটি মাইনর সেমিনারী রক্ষা করা মানে একটি ভবিষ্যৎ vocation-এর সম্ভাবনাকে রক্ষা করা। একটি vocation-কে পরিচর্যা করা মানে একজন ভবিষ্যৎ যাজককে গড়ে তোলা। তাই একটি পরিবার যদি ছোটবেলা থেকেই সন্তানকে প্রার্থনা শেখায়, মানুষের সেবা করতে শেখায়, মণ্ডলীর জীবন সম্পর্কে আগ্রহী করে তোলে এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসন্ধান করতে উৎসাহ দেয়, তাহলে যাজকীয় আহ্বান-এর জন্য একটি সুস্থ পরিবেশ তৈরি হয়।

বাংলাদেশের মাইনর সেমিনারীগুলোর ইতিহাস আমাদের সামনে একটি নীরব কিন্তু শক্তিশালী সাক্ষ্য তুলে ধরে। প্রজন্মের পর প্রজন্ম কিশোর এখানে এসেছে।

কেউ যাজক হয়েছে, কেউ অন্য পথে গেছে; কেউ আবার মণ্ডলীর অন্য কোনো সেবায় যুক্ত হয়েছে।

কিন্তু তাদের জীবনে একটি বিষয় থেকে গেছে–ঈশ্বরের আহ্বান অন্বেষণ করার শিক্ষা। আজ আমাদের দায়িত্ব হলো সেই আহ্বানের পরিবেশকে আরও সুন্দর, নিরাপদ, আধুনিক ও মানবিক করে তোলা।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

১) ফাদার প্রশান্ত থিওটোনিয়াস রিবেরু, ক্ষুদ্র পুষ্প সেমিনারী, বান্দুরা: প্রত্যাশার শতবর্ষ ও প্রসঙ্গ কথন।

২) ফাদার রিচার্ড বাবু হালদার, ফাদার ব্লেইজ ডি'কস্তা, ফাদার ভিনসেন্ট মুর্মু, ফাদার উদয় মণ্ডল, ফাদার সজল কস্তা

উত্তরবঙ্গ খ্রীষ্টান বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ

চার্চ কমিউনিটি সেন্টার, ৯ তেজকুনীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫, রেজিষ্ট্রেশন নং- ৬৬/০৩,
মোবাইল : ০১৭১৭-১৫৩১২৩, ০১৬৩১-৮৪৪৮৭৪, ০১৭৬৩ ৭০২২৩৭
E-mail: ucbssltd@gmail.com, ucbss_ltd@yahoo.com,

সূত্র নং: উ.খ্রী.ব.স.স.লি:-এস : ২০২৬-২৭/৮

৩০তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

তারিখ : ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ খ্রি:

অর্থবছর ২০২৫-২০২৬ খ্রি. (১ জুলাই ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ হতে ৩০ জুন ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ)

এতদ্বারা উত্তরবঙ্গ খ্রীষ্টান বহুমুখী সমবায় সমিতি লি: এর সম্মানিত সকল সদস্য-সদস্যাদের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, **আগামী ১৬ অক্টোবর ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, শুক্রবার, সকাল ৯ টা হতে বিকাল ৪ টা পর্যন্ত তেজগাঁও চার্চ কমিউনিটি সেন্টার, ৯ তেজকুনীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫, সমিতির ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের ৩০তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে।**

উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় সমিতির সকল সদস্যগণকে যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে,

মুক্ত পিউরী
সেক্রেটারি
উ:খ্রী:ব:স:স:লি:

মার্সেল ডি' কস্তা
চেয়ারম্যান
উ:খ্রী:ব:স:স:লি:

অনুলিপি : ১। জেলা সমবায় কর্মকর্তা, ঢাকা
২। মেট্রোপলিটন থানা সমবায় অফিসার, তেজগাঁও, ঢাকা
৩। সমিতির নোটিশ বোর্ড
৪। সমিতির অফিস ফাইল

বিশেষ ঘোষণা:

১। সকলের জন্য দুপুরের আহারের ব্যবস্থা থাকবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

ক. সমবায় সমিতি আইন ২০১৩ এর ৩৭ ধারা মোতাবেক কোন সদস্যের সমিতিতে শেয়ার বা সদস্য সংক্রান্ত অন্য কোন পাওনা বকেয়া থাকলে তা পরিশোধ না করা পর্যন্ত উক্ত সদস্য বার্ষিক সাধারণ সভায় তার অধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন না। খেলাপি সদস্যদের খাদ্যকূপন এবং লটারিতে অংশগ্রহণের সুযোগ থাকবে না।

খ. সকাল ৯ টার মধ্যে সভায় উপস্থিতি খাতায় স্বাক্ষর করে সদস্যগণকে স্ব স্ব খাদ্য কূপন সংগ্রহ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। সকাল ১০টার মধ্যে উপস্থিত রেজিস্ট্রিকৃত সদস্যদের মধ্যেই কেবলমাত্র কোরামপূর্তি লটারী ড্র অনুষ্ঠিত হবে।

বিজ্ঞ/১৮৩/২৬

প্রেম দিয়ে তুমি গড়

সুব্রত রিচমন্ড জয়ধর

বিশ্বে নানা পরিবর্তনের পাশাপাশি মানুষের চিন্তা-চেতনা, চাহিদা ও আগ্রহের পরিবর্তন হচ্ছে। প্রতিদিন ক্ষুধা ও দারিদ্রে কত মানুষ কষ্ট পাচ্ছে আজ; আর সে প্রশ্ন গুরুত্ব পাচ্ছে না। কিংবা কত লোক বস্ত্রহীন রয়েছে বা মারা যেতে পারে তা নিয়েও আগ্রহী লোকের সংখ্যা কম। বর্তমান বিশ্বে ভয়াবহ ব্যাধি এইডসও হার মেনেছে যার কাছে- সেই রোগটির নাম-হিংসা-বিদ্বেষ-হানাহানি!

বিশ্বের মানচিত্র জুড়ে এই রোগটিই ক্ষুধা, শীত-গ্রীষ্ম কিংবা এইডসের মত ঘাতক ব্যাধিকে পরাজিত করে মানুষের মগজে ভর করে আছে। পায়ে নয়, খোদ তালুতে চিরস্থায়ী বাসস্থান করে নিয়েছে সে। কুড়েকুড়ে খাচ্ছে বিশ্ব বিবেক! মানব সভ্যতার এ এক ভয়াবহ পরিণতি! আমাদের দেশ কি এই পরিস্থিতির বাইরে?

এমনি এক ভয়াবহ পরিস্থিতিতে মানুষে মানুষে একতা, সহনশীলতা ও ধৈর্যের বড় বেশি প্রয়োজন। প্রয়োজন স্বার্থহীন ভালবাসার। কিন্তু কে দেবে দীক্ষা? কে নেবে শিক্ষা? ধন-মান, জ্ঞান-গরিমা, ক্ষমতা ও আধিপত্যে কে শীর্ষে এ প্রতিযোগিতার খেলাতে সবাই ব্যস্ত।

যিশু খ্রিস্টের প্রেমের বাণী পৃথিবীর মানুষের জন্য আজ বড় বেশি প্রয়োজন। কারণ তিনি হিংসার বিপরীতে প্রেমের বাণী প্রচার করেছেন। তিনি বলেছেন, "তোমাদের শত্রুদের ভালবাসো। যারা তোমাদের ঘৃণা করে তাদের মঙ্গল করো। যারা তোমাদের অমঙ্গল চায় তাদের মঙ্গল কামনা করো।... যারা তোমাদের ভালবাসে তোমরা যদি তাদেরই কেবল ভালবাস তবে তাতে প্রশংসার কি আছে? খারাপ লোকেরাও তো এইভাবে ভালবেসে থাকে।... তোমরা তোমাদের শত্রুদের ভালবেসো এবং তাদের মঙ্গল করো" *(লুক ৬:২৭-২৮,৩২,৩৫)*। তিনি তাঁর অনুসারীদের প্রেমপূর্ণ এ মহৎ গুণটি ধারণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। আজও আমাদের বিশ্বাসী হিসাবে তাই করা উচিৎ।

যিশু তাঁর অনুসারীদের শিক্ষা দিতে গিয়ে আরো বলেছেন, "ভাল গাছে খারাপ ফল ধরে না, আবার খারাপ গাছেও ভাল ফল ধরে না। ফল দিয়েই গাছ চেনা যায়। লোকে কাঁটাঝোপ থেকে ডুমুর এবং কাঁটাগাছ থেকে আঙ্গুর তোলে না। ভাল লোক তার অন্তর ভরা ভাল থেকে ভাল কথাই বের করে আনে, আর মন্দ লোক তার অন্তর-ভরা মন্দ থেকে মন্দ কথা বের করে আনে। মানুষের অন্তর যা দিয়ে পূর্ণ থাকে মুখ তো সেই কথাই বলে" *(লুক ৬:৪৩-৪৫)*।

সাধু পল প্রেম বা ভালবাসার চিরন্তন রূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, 'ভালবাসা নিত্য-সহিষ্ণু, ভালবাসা স্নেহ-কোমল। তার মধ্যে নেই কোন ঈর্ষা। ভালবাসা কখনো বড়াই করে না, উদ্ধতও হয় না, রুক্ষও হয় না। সে স্বার্থপর নয়, বদমেজাজীও নয়। পরের অপরাধ সে কখনো ধরেই না। অধর্মে সে আনন্দ পায় না, বরং সত্যকে নিয়েই তার আনন্দ। ভালবাসা সমস্তই ক্ষমার চোখে দেখে; তার বিশ্বাস সীমাহীন, সীমাহীন তার আশা ও তার ধৈর্য।' *(১ করি ১৩: ৪-৭)*। এখানে সাধু পল পনেরোটি গুণের উল্লেখ করেছেন। আমরা যদি এগুলি আমাদের জীবনে ধারণ করতে পারি তবেই আমরা 'আগাপে' বা স্বর্গীয় ভালোবাসা লাভ করে খ্রিস্টের আদর্শ ধারণ করতে পারবো।

বর্তমান বিশ্বে ভয়াবহ ব্যাধি হিংসা-হানাহানি। এ হানাহানি থেকে হয় যুদ্ধ, যুদ্ধ থেকে ধ্বংস ও ধ্বংসের পরিণতি মৃত্যু। উত্তপ্ত এ পৃথিবীতে পারস্পরিক ভালবাসা ও সম্প্রীতির একান্ত প্রয়োজন। যিশুর প্রেমের বাণী আমাদের একে অন্যকে ভালবাসতে শিক্ষা দেয়, একে অপরকে ক্ষমা করতে শিখায়। আমরা কি পারছি একে অপরকে মেনে নিতে, ক্ষমা করতে এবং ভালবাসতে? এ প্রশ্ন সবার কাছে-সবার।

বন্ধুকে ভালবাসা সহজ। বন্ধুর উপকারে আত্মতৃপ্তি আছে। কিন্তু শত্রুকে ভালবাসতে পারা খুবই কঠিন। উপরন্তু তার জন্য কিছু করা আরো দুরূহ ব্যাপার। কিন্তু যিশু তাঁর অনুসারীদের তাই করার নির্দেশ দিয়েছেন। এখানেই ভালবাসার মহত্ব বা শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পায়। আত্মতৃপ্তি পরিপূর্ণতা লাভ করে। তাইতো যিশুর মহৎ এ শিক্ষার উপর রচিত হয়েছে একটি গান- "আমাদের হৃদয় প্রেম দিয়ে তুমি গড়, ওহে প্রেমের কবি....."।

ঢাকাস্থ বোর্ণী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

ক-২৯, সরকার বাড়ী (নীচতলা), নন্দা, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২।
স্থাপিত ঃ ০৫/০৮/১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ, গভ. রেজি. নং ঃ ০০৮৯৪/২০০৭

২৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা ও মিলন মেলার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা ঢাকাস্থ বোর্ণী খ্রীষ্টান কো–অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর সম্মানিত সকল সদস্যদের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী **২৩ অক্টোবর, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ**, রোজ-শুক্রবার, সকাল ১০:০০ ঘটিকায় অত্র সমিতির **"২৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা ও মিলন মেলা"** ডি'মাজেনড গীর্জা প্রাঙ্গণে (প্রগতি স্বরণী, বারিধারা জে ব্লক, প্লট নং: ৫৮ এবং ৬০, ভাটারা, ঢাকা-১২২৯) অনুষ্ঠিত হবে। রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম সকাল ৮:০০ ঘটিকায় শুরু হবে এবং কোরাম পূর্তির জন্য আকর্ষণীয় লটারীর ব্যবস্থা আছে।

অতএব, উক্ত তারিখ ও সময়ে সভায় উপস্থিত থেকে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার জন্য আপনি/আপনাদের বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে-

সুকুমার কোড়াইয়া
সভাপতি

সুজন পালমা
সম্পাদক

ঢা. বো. খ্রী. কো-অপা. ক্রে. ইউ. লিঃ ঢা. বো. খ্রী. কো-অপা. ক্রে. ইউ. লিঃ

বিজ্ঞ/১৮২/২৬

শেকড়হীন শৈশব: অভিবাসন ও শরণার্থী সংকটে বাংলাদেশের শিশুদের অরক্ষিত ভবিষ্যৎ

ইন্মানুয়েল চয়ন বিশ্বাস

২৭ সেপ্টেম্বর বিশ্বব্যাপী পালিত হচ্ছে ১১২তম বিশ্ব অভিবাসী ও শরণার্থী দিবস। মহামান্য পোপ চতুর্দশ লিও এ বছর তাঁর সর্বজনীন বার্তার জন্য বেছে নিয়েছেন একটি গভীর ও মর্মস্পর্শী প্রতিপাদ্য- "এই শিশুদের মধ্যে এমনকি একজনও" - **Even Just One of These Children** *(মথি ১৮:১০)*। এ বার্তার মাধ্যমে তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, অভিবাসনের বিশাল প্রবাহের আড়ালে লুকিয়ে থাকে অসংখ্য মুখ ও গল্প- যাদের প্রতিজনের নিজস্ব মর্যাদা ও অধিকার আছে। তার এই বার্তাটি যেন এবার এক বিশেষ তাৎপর্য নিয়ে হাজির হয়েছে বাংলাদেশের সামনে- যে দেশ বিশ্বের বৃহত্তম শরণার্থী শিবিরের আশ্রয়দাতা, একই সঙ্গে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতির অন্যতম বৃহৎ ক্ষেত্র।

সংখ্যায় সংকট: বৈশ্বিক চিত্র

আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা আইওএম-এর "বিশ্ব অভিবাসন প্রতিবেদন ২০২৬" অনুযায়ী, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি বিশ্বব্যাপী অভিবাসীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৩০ কোটি ৪০ লাখ, যার ১২ থেকে ১৪ শতাংশই শিশু। জাতিসংঘের শরণার্থ বিষয়ক সংস্থা *(ইউএনএইচসিআর)* এর হিসাব অনুযায়ী, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দের শেষ দিকে বিশ্বজুড়ে বলপ্রয়োগে বাস্তুচ্যুত মানুষের সংখ্যা ছিল প্রায় ১১ কোটি ৭৮ লাখ, যাদের মধ্যে ৪ কোটি ১৬ লাখ শরণার্থী, আর আন্তর্জাতিক সুরক্ষা প্রয়োজন এমন মানুষের ৩৯ শতাংশই শিশু। অন্যদিকে, অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র (আইডিএমসি)-এর হিসাবে ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বব্যাপী অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত হয়েছে ৮ কোটি ২২ লাখ মানুষ, যার মধ্যে যুদ্ধ ও সহিংসতাজনিত কারণে বাস্তুচ্যুত হওয়া শিশুর সংখ্যা প্রায় ১ কোটি ৩০ লাখ। এই বিশাল সংখ্যার আড়ালে আসল সমস্যা হলো- অনেক রাষ্ট্র বয়সভিত্তিক তথ্য সংরক্ষণই করে না, ফলে শিশুদের প্রকৃত ঝুঁকি অনেকাংশে অদৃশ্য থেকেই যায়।

বিশ্বের বৃহত্তম শিবিরে ক্যাম্পের কাঁটাতারে বেড়ে ওঠা এক প্রজন্ম

২০১৭ খ্রিস্টাব্দে মিয়ানমারের রাখাইন প্রদেশে যে সহিংসতা জাতিসংঘ কর্তৃক "জাতিগত নিধনের পাঠ্যপুস্তক দৃষ্টান্ত" হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে, তার আগেও বেশ কয়েক দফায় বিশেষ করে ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে দুই লাখ এবং ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে আড়াই লাখেরও বেশি রোহিঙ্গা ঢল বাংলাদেশে এসেছিল। বর্তমানে কক্সবাজার ও ভাসানচর মিলিয়ে ১,২০২,০৩৪ জন *(জুলাই ২৬/ ইউএনএইচসিআর)* রোহিঙ্গা বাংলাদেশে আশ্রিত, যাদের অর্ধেকের বেশি শিশু। ইউনিসেফের হিসাবে, ৫ থেকে ১৭ বছর বয়সী প্রায় ২ লাখ ৩৫ হাজার শরণার্থী শিশু শিক্ষার বাইরে রয়েছে। মিয়ানমার পাঠ্যক্রমে সীমাবদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থা তাদের জন্য কোনো স্বীকৃত সনদের পথ খোলেনি। এ বছরের প্রথম তিন মাসেই মানবিক সহায়তা হ্রাস ও শরণার্থী শিবিরে নিরাপত্তাহীনতার কারণে সাগরপথে অন্য দেশে ঝুঁকিপূর্ণ যাত্রা প্রায় ৮৫ শতাংশ বেড়েছে বলে সেভ দ্য চিলড্রেনের বিশ্লেষণ বলছে, আর জাতিসংঘের তথ্যমতে, এসব নৌকাযাত্রীর অর্ধেকের বেশি নারী ও শিশু পাচারের ঝুঁকিও প্রকট। আন্তর্জাতিক কাথলিক অভিবাসন কমিশনের *(আইসিএমসি)* সহায়তায় কারিতাস বাংলাদেশ পরিচালিত এক জরিপে পাচার-ঝুঁকিতে থাকা পরিবারের সংখ্যা উদ্বেগজনক মাত্রায় পাওয়া গেছে।

সংজ্ঞার সংকট: শরণার্থী, বাস্তুচ্যুত, নাকি জলবায়ু অভিবাসী?

বাংলাদেশ ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের আন্তর্জাতিক শরণার্থী কনভেনশনে স্বাক্ষরকারী নয়। ফলে রোহিঙ্গারা আইনি অর্থে "শরণার্থী" নয়, বরং প্রশাসনিকভাবে সংজ্ঞায়িত "বলপ্রয়োগে বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিক" *(এফডিএমএন)*। এই আইনি অস্পষ্টতা শিশুদের পরিচয়-নাগরিকত্ব, জন্মনিবন্ধন ও রাষ্ট্রহীনতার ঝুঁকিকে আরও জটিল করে তুলেছে। অন্যদিকে, দেশের অভ্যন্তরে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বাস্তুচ্যুতি মোকাবিলায় ২০২১ খ্রিস্টাব্দে সরকার প্রণয়ন করেছে "অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতি ব্যবস্থাপনার জাতীয় কৌশলপত্র", যা "বাস্তুচ্যুত", "অভিবাসী" ও "জলবায়ু অভিবাসী"- এই পরিভাষাগুলোর মধ্যে স্পষ্ট রেখা টানার চেষ্টা করেছে। তবু বাস্তবে এই তিন শ্রেণির মানুষ প্রায়ই একই পরিবারের সদস্য, একই এলাকা থেকে আসা, এবং সুরক্ষাব্যবস্থার ফাঁকফোকরে পড়ে যাওয়া মানুষ। আইডিএমসির প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশে প্রায় ২৪ লাখ মানুষ দুর্যোগে বাস্তুচ্যুত হয়েছিল, যদিও ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে বন্যা কম হওয়ায় সংখ্যাটি প্রায় এক লাখে নেমে আসে যা একটি অস্থির ও বছরওয়ারি ওঠানামা করা বাস্তবতা। বিশ্বব্যাংকের দীর্ঘমেয়াদি প্রক্ষেপণ বলছে, ২০৫০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশে প্রায় ১ কোটি ৩৩ লাখ মানুষ অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত হতে পারে, যাদের একটি বড় অংশ ঢাকাসহ শহরাঞ্চলে গিয়ে বস্তিতে ঠাঁই নেবে যেখানে শিশুশ্রম, মানবপাচার, পুষ্টিহীনতা, মাদকাসক্তি, বাল্যবিবাহসহ বিভিন্ন অসামাজিক কার্যকলাপ ও শিক্ষাহীনতার ঝুঁকি আরও বেশি।

কেন বাংলাদেশের শিশুরা তুলনামূলক বেশি ঝুঁকিতে

বিশ্বের অন্য অনেক উদ্বাস্তু পরিস্থিতির তুলনায় বাংলাদেশের চিত্র কয়েকটি কারণে আলাদা ও অধিকতর গুরুতর। প্রথমত, এখানে সংকট একমুখী নয়, বরং বহুমাত্রিকতায় ভরপুর- একই ভৌগোলিক এলাকায় (কক্সবাজার-উপকূল) শরণার্থী সংকট ও জলবায়ু-দুর্যোগ ঝুঁকি একসঙ্গে বিদ্যমান, যা "দ্বৈত ঝুঁকি" তৈরি করে। দ্বিতীয়ত, নয় বছর ধরে চলমান এই সংকট এখন দীর্ঘস্থায়ী রূপ নিয়েছে- শিবিরেই জন্ম নেওয়া দ্বিতীয় প্রজন্ম বড় হচ্ছে, যাদের কাছে "স্বদেশ" একটি বিমূর্ত ধারণা মাত্র এবং জন্ম সূত্রে মায়ানমারের নাগরিক বলার সুযোগটি পর্যন্ত নেই। তৃতীয়ত, আইনি স্বীকৃতির অভাবে জন্মনিবন্ধন ও নাগরিকত্বহীনতা বহু শিশুকে কার্যত দেশহীন করে রেখেছে, যা অন্য অনেক শরণার্থী শিবির থেকে নেতিবাচকভাবে ব্যতিক্রম ও জটিল। চতুর্থত, আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ না থাকায় কৈশোর পেরোনো শিশুরা বাধ্য হয়ে ঝুঁকিপূর্ণ পথ বেছে নিচ্ছে- মানবিক তহবিল সংকোচনের সঙ্গে সঙ্গেই সাগরপথে যাত্রা বেড়ে যাওয়া তারই প্রমাণ। পঞ্চমত, দেশের অভ্যন্তরীণ জলবায়ু অভিবাসনের শিশুরাও একই রকম অদৃশ্যতার শিকার- তাদের কোনো আন্তর্জাতিক সুরক্ষা কাঠামো নেই, নেই পৃথক তথ্য-উপাত্তও; ফলে নীতিনির্ধারণে তারা বারবার উপেক্ষিত থেকে যায়।

সেবাকে কাঠামোয় রূপ দেওয়া

মহামান্য পোপ চতুর্দশ লিও তাঁর বার্তায় স্পষ্ট করে বলেছেন, আতিথেয়তাকে বিমূর্ত কোনো ধারণায় সীমাবদ্ধ না রেখে তা একটি

স্থায়ী ও কার্যকর প্রৈরিতিক চর্চায় রূপান্তর করতে হবে; প্রতিটি শিশুর কল্যাণকেও নিছক সহায়তার মানসিকতা ছাড়িয়ে প্রকৃত অন্তর্ভুক্তির অংশ করে তুলতে হবে। বাংলাদেশে কাথলিক চার্চ ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে থেকেই বাস্তুচ্যুত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে এই আহ্বানের বাস্তব প্রতিফলন ঘটিয়ে আসছে। কারিতাস বাংলাদেশ, কাথলিক চার্চের সার্বিক সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা হিসেবে, বর্তমানে কক্সবাজারের রোহিঙ্গা শিবিরে ১২টি ক্যাম্পে নয় বছর ধরে চলমান জরুরী সাড়াদান কর্মসূচির আওতায় অস্থায়ী গৃহ, সুরক্ষা, অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা, জীবিকা ও দক্ষতা বৃদ্ধি এবং পানি, পয়ঃনিষ্কাশন ও স্বাস্থ্যবিধি (ওয়াশ) সেক্টরের মাধ্যমে প্রতিবছর শিশু এবং কিশোর-কিশোরীসহ দুই লক্ষাধিক রোহিঙ্গার জন্য ভালবাসা, শ্রদ্ধা ও মর্যাদাপূর্ণ বহুমুখী সেবা পরিচালনা করছে। ১৪ টি বহুমূখী শিশু ও কিশোর এবং নারী ও কিশোরী কেন্দ্র, ২৪টি বহুমূখী পুরুষ এবং বালক কেন্দ্র, ১১ শিক্ষা কেন্দ্র, ২টি যুব এবং কিশোরকেন্দ্র এবং ১ টি কারিগরি শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে প্রতিমাসে প্রায় ১০ হাজারের মতো বিশেষত শিশু ও কিশোর-কিশোরী ও অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী বিভিন্ন সেবা গ্রহণ করছে। সেবাগুলোর মধ্যে রয়েছে সুরক্ষা বিষয়ক সচেতনতামূলক অধিবেশন, ব্যক্তিগত ও দলীয় মনো-সামাজিক সহায়তা, কেস ম্যানেজমেন্ট, কারিগরি ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ এবং নিয়মিত শিক্ষা কার্যক্রম। জেসুইট রিফিউজি সার্ভিসের সঙ্গেও যৌথ ভাবে শিশুবান্ধব কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। পাশাপাশি ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী বিভাগে অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীকে নিয়ে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক ও নীতি-পর্যায়ের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বিশপ সম্মিলনীর পক্ষে জাতীয় পর্যায়ে সমন্বিত মানব উন্নয়ন বিষয়ক কমিশন (Episcopal Commission for Promoting Integral Human Development) সারা দেশে বাস্তুচ্যুতি ও অভিবাসন ইস্যুতে ধর্মপ্রদেশ, ধর্মপল্লী ও স্থানীয় মণ্ডলীগুলোকে সম্পৃক্ত করে কাজ করে যাচ্ছে। এসব উদ্যোগ নিঃসন্দেহে চার্চের আতিথেয়তা ও মানবিক সংহতির গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ; তবে বাস্তুচ্যুতি ও অভিবাসনের ক্রমবর্ধমান ও বহুমাত্রিক সংকটের তুলনায় চার্চের কাঠামোগত সেবাদান, সমন্বয় এবং দীর্ঘমেয়াদি সহায়তার পরিধি আরও শক্তিশালী ও সম্প্রসারণ করা জরুরি।

রোহিঙ্গা সংকটসহ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক, মানবসৃষ্ট কিংবা জলবায়ু অভিঘাত জনিত দুর্যোগের নেতিবাচক প্রভাবের তুলনায় বিশ্বব্যাপী অন্যান্য অঞ্চলের সংকটের মাত্রা ও তীব্রতা অনেক বেশি হওয়ায় কারিতাসের এ সেবা পরিধি ক্রমে সংকুচিত হয়ে আসছে। বিশেষ করে অতিসম্প্রতি নেপালের ভূমিধস ও আকস্মিক বন্যা, ফিলিপাইন-বলিভিয়া-কলম্বিয়ায় ভয়াবহ ভূমিকম্প, মায়ানমারের ভূমিকম্প ও চলমান গৃহযুদ্ধ, মধ্যপ্রাচ্যের ইসরায়েল-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইরান, সিরিয়া ও ফিলিস্তিন এ সামরিক আগ্রাসন, দক্ষিণ সুদানে গৃহযুদ্ধ এবং খোদ ইউরোপে ২০২২ খ্রিস্টাব্দ হতে চলমান ইউক্রেন ও রাশিয়ার যুদ্ধের কারণে লক্ষ লক্ষ শরণার্থীর ঢল ও এর ফলে বিশ্বব্যাপী জ্বালানী, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকটের ফলে বাংলাদেশের জন্য দাতাগোষ্ঠীর বরাদ্দ উল্লেখযোগ্য হারে কমিয়ে দেওয়া কিংবা কিছু কিছু ক্ষেত্রে একেবারেই বন্ধ করে দেওয়ার ফলে বাংলাদেশের মানবিক সাড়াদান কার্যক্রম সংকটময় হয়ে উঠছে। এর ফলে অন্যান্যদের মতো শিশুরাও বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

এমতাবস্থায় এ সংকটপূর্ণ পরিস্থিতিতে কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর মানব উন্নয়ন বিষয়ক কমিশনসহ আরও অন্যান্য কমিশন কিংবা ব্রতধারী ও ব্রতধারিণী বিভিন্ন সংঘের অধিকতর সরাসরি সম্পৃক্ততা, সেবা প্রত্যাশী বিশেষ করে বাস্তুচ্যুত নারী, শিশু, কিশোর-কিশোরী ও অন্যান্য বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর জন্য আশীর্বাদ হয়ে আসবে। কারণ এ ধরনের নজির আমরা ভাসানচরে রোহিঙ্গাদের একাংশের স্থানান্তরকরণ পরবর্তী সময়ে যখন কোন দাতাগোষ্ঠীর ইতিবাচক মনোভাব ছিল না তখন বাংলাদেশ সরকারের আহ্বানে সেখানের সহায়তা নির্ভর রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জন্য সাড়াদানের ক্ষেত্রে আমাদের স্থানীয় বিশপমণ্ডলীর পক্ষ থেকে নিঃস্বার্থভাবে আর্থিক ও আত্মিক সহায়তা আমাদের জন্য এক মহান দৃষ্টান্ত হয়ে আছে।

ভবিষ্যতের পথ: কিছু কৌশলগত প্রস্তাবনা

এখানে এমন কিছু প্রস্তাব আমি রাখতে চাই, যা প্রচলিত সুপারিশের বাইরে গিয়ে চার্চের নিজস্ব আধ্যাত্মিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিকে আরো সম্প্রসারিত করতে পারে।

প্রথমত, প্রতিটি ধর্মপ্রদেশে "অতিথি শিশু নিবাস" (Covenant of the Guest Child) নামে একটি দীর্ঘমেয়াদি সহভাগিতা কাঠামো গড়ে তোলা যেতে পারে। ইতোমধ্যে প্যারিশ পর্যায়ে থাকা প্রচলিত হোস্টেল কার্যক্রমের মধ্যে বা সম্পূর্ণ আলাদাভাবে (সম্ভবনা অনুসারে), যেখানে স্থানীয় প্যারিশের স্বাবলম্বী পরিবারগুলো নির্দিষ্ট বাস্তুচ্যুত শিশুদের সঙ্গে বছরব্যাপী সম্পর্কভিত্তিক সহভাগিতায় (নিয়মিত যোগাযোগ, প্রার্থনা, মানসিক ও সাধ্য মতো আর্থিক সহায়তা দিবে) যুক্ত হবে, অনেকটা গডপ্যারেন্ট মডেলের অনুরূপ, যা পোপের "নিছক সহায়তার মানসিকতা অতিক্রম" করার আহ্বানকে বাস্তবে রূপ দেবে।

দ্বিতীয়ত, কক্সবাজার ও ভাসানচরে রোহিঙ্গা শিশুদের সুরক্ষায় চার্চের অগ্রাধিকার ক্রমবর্ধমান হারে বৈদেশিক সহায়তা হ্রাসের মধ্যেও অব্যাহত রাখা যাতে ক্যাম্পে তাদের সম্ভব্য সকল ঝুঁকি হ্রাস করা যায় পাশাপাশি শিশু ও কিশোর পাচারের হার কমে এবং শিক্ষা ও দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদের ভবিষ্যৎ জীবন মর্যাদাপূর্ণ করা সম্ভব হয়।

তৃতীয়ত, বৈশ্বিক কাথলিক বিশ্ববিদ্যালয় নেটওয়ার্কের সঙ্গে সমঝোতার মাধ্যমে শিবিরে শিশু-কিশোরদের জন্য "নীরব প্রজন্মের বৃত্তি তহবিল" গঠন করে, তাদের জন্য শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রাখা, উচ্চ পর্যায়ের জন্য ই-শিক্ষা কার্যক্রম এবং সরকার ও ইউনিসেফের সাথে সমন্বয় করে মিয়ানমার পাঠ্যক্রম বা অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাকে সমতুল্য সনদ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে উচ্চশিক্ষার পথ তৈরি করা- যা কেবল ত্রাণনির্ভরতা নয়, বরং প্রকৃত "জীবন-প্রকল্প" পুনর্গঠনের পথ দেখাবে, যেমনটি পোপ তাঁর বার্তায় চেয়েছেন।

চতুর্থত, বিশপ সম্মিলনী ও আন্তঃধর্মীয় নেতৃবৃন্দ মিলে প্রতি বছর একটি "শিশু-সিনড" আয়োজন করতে পারে, যেখানে বাস্তুচ্যুত ও জলবায়ু-অভিবাসী শিশুরাও নিজেদের অভিজ্ঞতা সরাসরি তুলে ধরবে এবং তা ধর্মপ্রদেশগুলোর নীতি ও জাতীয় অধিপরামর্শ কার্যক্রমগুলোতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে- পোপের সেই আহ্বানের প্রতিফলন, যেখানে তিনি শিশুদেরকে পরিসংখ্যাণে পরিণত না করে তাদের গল্প শোনার কথা বলেছেন।

পঞ্চমত, প্রতিটি ধর্মপল্লী পর্যায়ে কাথলিক নীতি-শিক্ষা (ক্যাটেকিজম) ও সেমিনারি পাঠ্যক্রমে বাস্তুচ্যুতি, মানবপাচার ও শোষণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে, যাতে তৃণমূল পর্যায়ের বিশ্বাসী ও ভবিষ্যৎ যাজকেরা নিজ নিজ এলাকার ঝুঁকিপূর্ণ শিশুদের প্রথম প্রহরী হয়ে উঠতে পারেন।

পরিশেষে, মহামান্য পোপ চতুর্দশ লিও যেমনটি আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, একটি শিশুকে রক্ষা করা মানে তার মধ্যে বিদ্যমান স্রষ্টার প্রতিচ্ছবিকে রক্ষা করা। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই আহ্বান নিছক করুণার কথা নয়, এটি তাদের ন্যায়বিচার, পরিচয় ও ভবিষ্যতের প্রশ্ন। "অন্তত একজন" শিশুর প্রতিও যদি চার্চ ও সমাজ এই দায়বদ্ধতা নিয়ে এগিয়ে আসে, তবেই এই বার্তা প্রকৃত অর্থে সার্থক হবে।

অনন্ত জীবন দাও তারে প্রভু

ফাদার ফিলিপ তুষার গমেজ

'যে দিন পরাণ পাখি উড়ি উড়ি দিবে আকাশ পাড়ি, ধূলোর মাঝে থাকবে পড়ে, দম ফুরোনো একটা হাওয়ার গাড়ি।' প্রতিদিনই পৃথিবীতে নতুন প্রাণের আগমন ঘটে। আবার অসংখ্য মানুষ পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে মহাকালের পথে যাত্রা করে। জন্ম নিয়ে মানুষের যতটা না কৌতূহল, মৃত্যু নিয়ে তার চেয়ে অনেক বেশি। কেননা মৃত্যু এক রহস্যঘেরা সত্য। মৃত্যুবিহীন জীবন নেই, আবার জীবনবিহীন মৃত্যুও অর্থহীন। মৃত্যুর দুয়ার পেরিয়েই মানুষ প্রবেশ করে অন্য এক জীবনের পথে। সেই পথের রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য যুগে যুগে মানুষ গুহাবাসী হয়েছে, বন-বাদাড়ে ঘুরেছে, তীর্থে তীর্থে ছুটে বেড়িয়েছে। তবু মৃত্যুর রহস্য আজও সম্পূর্ণ অধরাই থেকে গেছে।

বিজ্ঞানীরা বলেন, প্রকৃতির অন্যান্য বস্তুর মতো মানুষের শরীরও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। কিন্তু ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে আকস্মিক মৃত্যু কিংবা দুর্ঘটনায় মৃত্যুর চূড়ান্ত ব্যাখ্যা কী? এই প্রশ্নের মুখে বিজ্ঞানও অনেক সময় নিশ্চুপ হয়ে যায়। যখন আমরা ভাবি, কোনো এক ভোরে হয়তো আর ঘুম ভাঙবে না; আর দেখা হবে না এই সুন্দর পৃথিবী, প্রিয় মানুষ কিংবা পরিচিত আকাশের সঙ্গে– তখন হৃদয়ের গভীরে এক অদ্ভুত শূন্যতার জন্ম হয়। তাই লোকমুখে প্রচলিত আছে, 'ঘুম ভাঙলে সকাল, না ভাঙলে পরকাল।' একটি বাক্যের মধ্যেই যেন লুকিয়ে আছে মানবজীবনের ক্ষণস্থায়িত্ব এবং অনন্ত জীবনের ইঙ্গিত। এক শ্মশানঘাটের দেয়ালে লেখা ছিল– 'গন্তব্য তোমার এটাই ছিল। জীবন কেটে গেল পৌঁছাতে। কী পেলে এই দুনিয়াতে? আপনজনই পুড়িয়ে গেল শেষ যাত্রাতে।' কয়েকটি সাধারণ পঙক্তি অথচ গভীর এক সত্যের প্রতিধ্বনি। মানুষ সারাজীবন ধন-সম্পদ, ক্ষমতা, পরিচয় ও প্রাপ্তির পেছনে ছুটে চলে। কিন্তু একদিন সবকিছুই পৃথিবীতেই থেকে যায়। সঙ্গে যায় শুধু কর্ম, বিশ্বাস, ভালোবাসা এবং মানুষের হৃদয়ে রেখে যাওয়া স্মৃতি।

একটি ক্ষুদ্র জীবকোষের প্রাণস্পন্দন থেকেই মানবজীবনের সূচনা। তারপর শুরু হয় অনিশ্চিত, আঁকাবাঁকা পথচলা। সেই পথের শেষ গন্তব্য যে মৃত্যু– এ কথা সবাই জানে; কিন্তু কখন, কোথায় এবং কীভাবে সেই যাত্রার অবসান ঘটবে, তা কেউ জানে না। জানার কথাও নয়। তবু মানুষ থেমে থাকে না। স্বপ্ন, আশা, ভালোবাসা ও সংগ্রামকে সঙ্গী করে সে প্রতিনিয়ত এগিয়ে চলে। জীবনের ভেতর কত পরিবর্তন! শৈশব থেকে কৈশোর, কৈশোর থেকে যৌবন, তারপর বার্ধক্য– সময় মানুষকে প্রতিনিয়ত নতুন রূপে গড়ে তোলে। এই পরিবর্তনের ধারাবাহিকতায় অনেকেই মৃত্যুকেও জীবনের স্বাভাবিক রূপান্তর হিসেবে দেখেছেন। বৌদ্ধ ধর্মগুরু দালাই লামা বলেছেন, "মৃত্যু মানে আমাদের বস্ত্র পরিবর্তন। বস্ত্র পুরোনো হয়ে যায়, এরপর তা পরিবর্তন করার সময় আসে। একইভাবে দেহ পুরোনো হয়ে যায় এবং তখন সময় আসে নবীন দেহ ধারণের।" ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম ও দর্শন মৃত্যুকে ভিন্ন ভাষায় ব্যাখ্যা করলেও প্রায় সব বিশ্বাসেই মৃত্যু শেষ নয়; বরং এক নতুন যাত্রার সূচনা। খ্রিস্টীয় বিশ্বাসও মৃত্যুকে সেই আলোতেই দেখে।

খ্রিস্টীয় বিশ্বাসে দীক্ষাস্নানের মধ্য দিয়ে মানুষ ঈশ্বরের পরিবারে অন্তর্ভুক্ত হয় এবং অনন্ত জীবনের পথে যাত্রা শুরু করে। জন্ম, শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও বার্ধক্যের ধাপ অতিক্রম করে একসময় সে অমরত্বের দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়ায়। সেই দ্বারই মৃত্যু। তাই বিশ্বাসীর কাছে মৃত্যু বিভীষিকার নয়; বরং ঈশ্বরের সান্নিধ্যে প্রত্যাবর্তনের এক পবিত্র আহ্বান। মৃত্যু মানুষের দেহগত জীবনের সমাপ্তি ঘটায়, কিন্তু আত্মার নয়। দেহ মাটিতে ফিরে যায়, অথচ আত্মা প্রবেশ করে অনন্ত জীবনের অভিযাত্রায়। মৃত্যু ইহকাল ও পরকালের মধ্যে একমুখী সেতুবন্ধন; এই সেতু একবার অতিক্রম করা যায়, কিন্তু ফিরে আসা যায় না। তাই মৃত্যুর পরই মানুষ তার চূড়ান্ত পরিণতির মুখোমুখি হয় এবং ঈশ্বরের বিচারের সম্মুখে উপস্থিত হয়।

এই বিশ্বাসই সাধু পলের কথায় নতুন আশার আলো পায়। তিনি বলেন, "আমরা কেউ নিজের জন্য বাঁচি না, আবার নিজের জন্য মরিও না। যদি বাঁচি, তবে প্রভুর জন্যই বাঁচি; আর যদি মরি, তবে প্রভুর জন্যই মরি" *(রোমীয় ১৪: ৭-৮)*। বিশ্বাসীর কাছে তাই জীবন যেমন প্রভুর দান, মৃত্যুও তেমনি তাঁরই ইচ্ছার পূর্ণতা। যিশু খ্রিস্ট মানুষকে শুধু মৃত্যুর কথা স্মরণ করাননি; তিনি অনন্ত জীবনেরও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "আমিই পুনরুত্থান ও জীবন; যে আমার উপরে বিশ্বাস করে, সে মরিলেও বাঁচিবে" *(যোহন ১১:২৫)*। যিশু তাঁর শিষ্যদের আশ্বস্ত করে বলেছেন, "তোমাদের হৃদয় বিচলিত না হোক... আমার পিতার গৃহে অনেক বাসস্থান আছে... আমি তোমাদের জন্য স্থান প্রস্তুত করতে যাচ্ছি" *(যোহন ১৪:১-৩)*। তাই বিশ্বাসীর কাছে মৃত্যু অজানার অন্ধকার নয়; বরং প্রস্তুত করা সেই চিরস্থায়ী আবাসের পথে যাত্রা। তিনি আরও শিক্ষা দিয়েছেন, "তোমরা বরং স্বর্গে নিজেদের জন্য ধনসম্পদ সঞ্চয় কর; কেননা সেখানে মরচে ধরে না, পোকায় নষ্ট করে না, আর চোর সিঁদ কেটে চুরিও করতে পারে না" *(মথি ৬:২০)*। এই শিক্ষা মানুষকে পার্থিব সম্পদের মোহ ত্যাগ করে অনন্ত জীবনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে আহ্বান জানায়।

একদিন এই পৃথিবীর সব পথ থেমে যাবে। স্তব্ধ হবে কণ্ঠ, নিভে যাবে প্রদীপ, মাটিতে ফিরে যাবে নশ্বর দেহ। কিন্তু যদি বিশ্বাসের প্রদীপ নিভে না যায়, তবে মৃত্যুই হবে নতুন ভোরের সূচনা। তাই আমাদের প্রতিদিনের প্রার্থনা একটাই– হে প্রভু, যখন পার্থিব জীবনের সকল হিসাব শেষ হবে, তখন তোমার অসীম করুণায় আমাদের অনন্ত জীবনের অংশীদার করো। পৃথিবীর পথচলা শেষ হোক, কিন্তু তোমার রাজ্যে যেন শুরু হয় অনন্ত আনন্দের প্রভাত। আমাদের হৃদয়ের চিরন্তন আর্তি হোক 'অনন্ত জীবন দাও তারে, প্রভু।' মৃত্যু তাই জীবনের পরিসমাপ্তি নয়; বিশ্বাসীর কাছে তা ঈশ্বরের অনন্ত আলোর রাজ্যে প্রবেশের শুভ সূচনা।

তথ্যসূত্র

• বন্দ্যোপধ্যায়, সজল ও খ্রীষ্টিয়াঁ মিংঙো এস. জে. (সম্পাদিত): মঙ্গলবার্তা, জেভিয়ার প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১১।

• ডি' রোজারিও, প্যাট্রিক, সম্পাদিত: কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা, কাথলিক বিশপ সম্মিলনী, ঢাকা, ২০০০।

• গমেজ, ফাদার ফ্রান্সিস সীমা, সম্পাদিত: "পুণ্য উপাসনা", দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভা, কাথলিক বিশপ সম্মিলনী, ঢাকা, ১৯৯০।

ঈশ্বরের ক্রোধ

ক্ষুদীরাম দাস

খ্রিস্টবিশ্বাসীদের কাছে ঈশ্বরের ক্রোধ ভয়াবহ, নিজেকে নিয়ন্ত্রণ ও খ্রিস্টে পবিত্রভাবে আবদ্ধ রাখার সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। আমরা রাগ করি না বা কখনো করিনি- এমন কেউ নেই; সকলেই রাগ করেছি। আর রাগ বা ক্রোধকে এভাবে বোঝাতে পারি যে, 'অনুভূত ভুল-ভ্রান্তি ও অন্যায্যতার প্রতি আবেগজনিত সাড়াদান।' ঈশ্বরের ক্রোধকে আমরা পবিত্র বলতে পারি। আর মানুষ হিসেবে যদি 'অনুভূত ভুল-ভ্রান্তি ও অন্যায্যতার প্রতি আবেগজনিত সাড়াদান' হয়, তাহলে সেটা সমর্থনযোগ্য। কিন্তু জাগতিক ক্রোধ আমাদের ধ্বংস করে ও আমরা পাপের কাজ করে থাকি। পবিত্র ক্রোধকে ঘৃণামিশ্রিত ধিক্কারস্বরূপ, বিরুক্তিস্বরূপ বলা যায়। সুতরাং ঈশ্বরের ক্রোধ ও মানুষের ক্রোধের মাঝে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। ঈশ্বরের ক্রোধ পবিত্র ও তা সব সময়ের জন্যে ন্যায়বিচারমূলক। অপরদিকে মানুষের ক্রোধ পবিত্র নয়; কখনো কখনো ন্যায়বিচারমূলকভাবে প্রকাশিত। ঈশ্বরের ক্রোধ হলো ভয়ংকর ও আতঙ্কজনক। যারা নিজেদেরকে খ্রিস্টের রক্তে আবৃত করেছে বা আমাদের জন্য ঐ ক্রুশে পাতিত হয়েছে, কেবলমাত্র তারাই আশ্বস্ত হতে পারে যে, ঈশ্বরের ক্রোধ কখনই তাদের উপর পড়বে না। 'সুতরাং এখন তাঁর রক্তে আমরা যখন ধর্মময় হয়ে উঠছি,তখন ঐশক্রোধ থেকে যে তাঁরই দ্বারা পরিত্রাণ পাব, তা আরও কতই না সুনিশ্চিত' *(রোমীয় ৫:৯)*।

আমরা যদি বাইবেলের পুরাতন নিয়মের দিকে তাকাই, তাহলে আমরা দেখতে পাবো পুরাতন নিয়মে মানুষের পাপ ও অবাধ্যতার কারণে ঈশ্বরের ক্রোধ ছিলো; তবে সেটা স্বর্গীয় সাড়াদান। মূর্তিপুজাকে বারবার নিষেধ করেছেন; কিন্তু মানুষ মূর্তিপুজা করেছে। ঈশ্বরের ক্রোধ মূর্তিপুজার বিরুদ্ধেও ছিলো। ইস্রায়েল জাতির মূর্তিপুজার বিষয়টি সামসঙ্গীতমালা ৭৮:৫৬-৬৬ পাঠ করলে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারবো। সত্যিকারে ঈশ্বরের ক্রোধ নিয়মিতভাবে তাদের প্রতিই ছিলো, যারা ঈশ্বরের ইচ্ছাকে অনুসরণ করেনি। যোশুয়া ৭:১ পদে রয়েছে, 'ইস্রায়েল সন্তানেরা বিনাশ-মানতের বস্তুর ব্যাপারে অবিশ্বস্ত হল : যুদা গোষ্ঠীর আখান–আখান কার্মির সন্তান, কার্মি জাব্দির সন্তান, জাব্দি জেরাহ্‌র সন্তান–বিনাশ-মানতের বস্তুর কিছু কেড়ে নিল, আর তাই ইস্রায়েল সন্তানদের উপর প্রভুর ক্রোধ জ্বলে উঠল।' ঈশ্বরের ক্রোধ আমাদের নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে। সামসঙ্গীতমালা ২: ১-৬ পদে রয়েছে, 'বিজাতিরা কেন কোলাহল করে? কেনই বা জাতিসকলের এই অনর্থক বলাবলি? প্রভু ও তাঁর অভিষিক্তজনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াচ্ছে পৃথিবীর রাজাসকল, নায়কেরা একযোগে সঙ্ঘবদ্ধ হচ্ছে– 'এসো, ছিঁড়ে ফেলি ওদের শৃঙ্খল, দূরে ফেলে দিই ওদের দড়ি।' স্বর্গে আসীন যিনি, তিনি তো হাসেন, ওদের নিয়ে উপহাস করেন প্রভু। তারপর তিনি ক্রোধভরে ওদের উদ্দেশ্য করে কথা বলেন, উত্তপ্ত হয়ে ওদের সন্ত্রস্ত করেন– 'আমি নিজেই আমার রাজাকে করেছি প্রতিষ্ঠিত আমার পবিত্র সিয়োন পর্বতের উপর।' সুতরাং পুরাতন নিয়মের ভাববাদীরা তাদের অবাধ্যতা ও পাপের কারণে প্রায়ই ভবিষ্যতের সেই দিনগুলোকে 'ক্রোধের দিন' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। জেফানিয়া ১: ১৪ ও ১৫ পদে রয়েছে, 'প্রভুর মহাদিন কাছে এসে গেছে, তা কাছে এসে গেছে, অতি দ্রুতপদেই এগিয়ে আসছে। একটা কণ্ঠস্বর : প্রভুর দিন তিক্ততার দিন! একজন বীরপুরুষও চিৎকার করে একথা বলছে। সেই দিন, কোপেরই দিন, সঙ্কট ও ক্লেশের দিন, বিলোপ ও সর্বনাশের দিন, তমসা ও কালিমার দিন, মেঘ ও অন্ধকারের দিন।'

পবিত্র জীবনযাপনই আমাদের ঈশ্বরের ক্রোধ হতে রক্ষা করতে পারে। ঈশ্বর আমাদের ভালোবাসেন; কিন্তু পাপ ও অবাধ্যতা তিনি ঘৃণা করেন। এর বিরুদ্ধে তাঁর ক্রোধ নিখুঁত ও ন্যায্যভাবে প্রতিফলিত হয় মানবজীবনে। কেননা ঈশ্বর পবিত্র ও নিখুঁত; তেমনিভাবে মানবজাতির জন্যে তাঁর পরিকল্পনাও পবিত্র ও নিখুঁত। ঈশ্বরের ক্রোধ হতে বাঁচার একটা উপায় আছে, আর তা' হলো অনুশোচনা-অনুতাপ। এ মাধ্যমে আমরা ঐশরিক অনুগ্রহ পেতে পারি। অনুতাপ বা অনুশোচনা পাপীদের থেকে ঈশ্বরের ক্রোধকে দূর করে দেয়। আমরা অনেক সময় ঈশ্বরের নিখুঁত পরিকল্পনাকে প্রত্যাখ্যান করে থাকি। ফলে তাঁর ভালোবাসা, করুণা বা ক্ষমা ও অনুগ্রহকে প্রত্যাখ্যান করি। এতে যে প্রভাব পড়ে, তা হলো ঈশ্বরের ক্রোধকে আমাদের জীবনে টেনে আনি। আমরা মানুষের পাপের বিচার সঠিকভাবে করতে পারি না। কিন্তু ঈশ্বর যিনি মহান তিনি পাপের বিচার সঠিকভাবে করে থাকেন। অবশ্য পবিত্র ক্রোধের ঈশ্বর আমাদেরকে পাপ ও পাপের পথ থেকে ফিরিয়ে সবসময় তাঁর পাশে রেখে পবিত্র রাখতে পারেন। যোহন ৩:৩৬ পদে রয়েছে, 'পুত্রের প্রতি যে বিশ্বাস রাখে, সে অনন্ত জীবন পেয়ে গেছে; অপর দিকে পুত্রের প্রতি যে অবিশ্বাসী, সে জীবন দেখতে পাবে না। কিন্তু তার উপরে ঈশ্বরের ক্রোধ থেকেই যাচ্ছে।' সুতরাং যিশু খ্রিস্টকে মান্য করা বা আমাদের জীবনে স্থান দেবার মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বরের ক্রোধ হতে রক্ষা পেতে পারি। যে ব্যক্তি পুত্রে বিশ্বাস করে সে কখনো তার পাপের জন্যে ঈশ্বরের ক্রোধ ভোগ করবে না; কারণ যিশু যখন ক্রুশে জীবন দিলেন, তখনই ঈশ্বরের ক্রোধকে তাঁর নিজের কাঁধে তুলে নিলেন। যারা পুত্রে বিশ্বাস করে না, যারা তাঁকে উদ্ধারকর্তা বা পরিত্রাণকর্তা হিসেবে গ্রহণ করে না, তারা সকলেই ঈশ্বরের ক্রোধের দিনে বিচারিত হবে। রোমীয় ২:৫-৬ পদে রয়েছে, 'কিন্তু তোমার জেদ ও মন পরিবর্তন-বিহীন হৃদয়কে প্রশ্রয় দিয়ে তুমি ক্রোধের দিনের জন্য, ঈশ্বরের ন্যায়বিচার-প্রকাশেরই সেই দিনের জন্য নিজের উপর ক্রোধ জমিয়ে তুলছ: তিনি তো প্রত্যেক মানুষকে তার কর্ম অনুযায়ী প্রতিফল দেবেন।' ধনী ব্যক্তি ও লাজারের গল্পটিও *(লুক ১৬:১৯-৩১)* ঈশ্বরের বিচার এবং অনুশোচনাহীন পাপীদের বিষয়ে শোচনীয় ফলাফলের কথা বলে।

আমরা অনেক সময় যে কোনো অপরাধের জন্যে ক্রুদ্ধ হয়ে প্রতিশোধ নিই। কিন্তু শাস্ত্রমতে, প্রতিশোধ নেয়ার অধিকার কেবলমাত্র ঈশ্বরেরই আছে। কেননা ঈশ্বরের প্রতিশোধ নেয়ার বিষয়টি নিখুঁত ও পবিত্র। অপরদিকে মানুষের ক্রোধ পাপের দিকে পরিচালিত করে এবং শয়তানের দ্বারা প্রভাবিত হয়। ২ করিন্থীয় ৫:১৭ পদে রয়েছে, 'ফলে কেউ যদি খ্রীষ্টে থাকে, সে নতুন সৃষ্টি; প্রাক্তন সবকিছু কেটে গেছে, দেখ, সবকিছু নতুন হয়ে উঠেছে।' সুতরাং নতুনভাবে জীবনযাপনের চূড়ান্ত অবস্থানে চলে যাওয়া।

মানুষের ক্রোধের বিষয়ে সতর্কতা আমরা দেখতে পাই রোমীয় ১২:১৯ পদে রয়েছে, 'প্রিয়জনেরা, কখনও প্রতিশোধ নিয়ো না, বরং সেবিষয়ে [ঐশ] ক্রোধকেই

স্থান দাও, কারণ লেখা আছে, প্রতিশোধ আমারই হাতে, আমিই প্রতিফল দেব– একথা বলছেন প্রভু।' সুতরাং ক্রোধের বশবর্তী হয়ে প্রতিশোধ নিতে তিনি নিষেধ করেছেন। এফেসীয় ৪:২৬ পদে রয়েছে, 'ক্রুদ্ধ হয়েও পাপ করো না; তোমরা ক্রুদ্ধ থাকতে যেন সূর্যাস্ত না হয়।' কলসীয় ৩:৮-১০ পদে রয়েছে, 'কিন্তু এখন তোমরাও ত্যাগ কর এই সবকিছু, যথা, ক্রোধ, রোষ, শঠতা, পরচর্চা ও অশ্লীল ভাষা; পরস্পরের কাছে মিথ্যা কথা বলো না, কেননা তোমরা সেই পুরাতন মানুষকে ও তার যত কর্ম জীর্ণ পোশাকের মত ত্যাগ করেছ, এবং সেই নতুন মানুষকে পরিধান করেছ, যে মানুষ নিজের সৃষ্টিকর্তার প্রতিমূর্তি অনুসারে পূর্ণ জ্ঞান লাভের উদ্দেশে নবীকৃত হচ্ছে।' আমরা যারা বিশ্বাসী রয়েছি, আমাদের হৃদয়কে পবিত্র করতে পবিত্র আত্মার প্রয়োজন।

জ্ঞানী শলোমন ক্রোধ সম্পর্কে বলেছেন, *(প্রবচনমালা ২৭:৪)* 'ক্রোধ নিষ্ঠুর ও কোপ বন্যার মত, কিন্তু প্রেমের অন্তর্জ্বালার সামনে কে দাঁড়াতে পারে?' মানুষের জন্যে ক্রোধ নিষ্ঠুর। কারণ যখন কেউ ক্রুদ্ধ হয় তখন ভাল-মন্দ জ্ঞান হারিয়ে ফেলে এবং সমূহ ক্ষতি করে ফেলতে পারে।

আমরা জানি যে, ঈশ্বর ক্রোধে ধীর, দয়াতে মহান। ঈশ্বরের দয়া সীমাহীন, তার করুণা বর্ণনা করে শেষ করা যায় না। প্রশ্ন হলো, আমরা অনন্ত জীবনের জন্যে কী সঞ্চয় করছি, ঈশ্বরের জীবন মুকুট না ঈশ্বরের ক্রোধ! আমরা আমাদের ভুলের কারণেই ঈশ্বরের জীবন মুকুট প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হই। আমরা পাপ করি দিনের পর দিন; আর তাতে আমরা ঈশ্বরের ক্রোধ সঞ্চয় করি ও আমাদের জীবন হারাই। ঈশ্বর ক্রুদ্ধ হলে ভয়ঙ্কর শাস্তি দিয়ে থাকেন। সুতরাং আমাদের যাত্রা ভুল পথ কিনা সেটা ভাবা উচিত, এবং সঠিক পথে আমাদের ফিরে এসে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে থাকা উচিত। ঈশ্বরের ক্রোধের কারণে কী হতে পারে, তার উদাহরণ আমরা দেখতে পাই গণনাপুস্তক ১১:১ পদে, 'জনগণ অসন্তোষে গজগজ করে কথা বলে বসল, এমন কথা প্রভু দুঃখের সঙ্গেই শুনলেন; আর যখন প্রভু শুনলেন, তখন তাঁর ক্রোধ জেগে উঠল, আর তাদের মধ্যে প্রভুর আগুন জ্বলে উঠে শিবিরের এক প্রান্তভাগ গ্রাস করল।' এখানে আমরা দেখলাম যে, লোকদের বচসা, মন্দ কথাবার্তা, যার ফলে সদাপ্রভুর ক্রোধ আগুনের ন্যায় জ্বলে উঠে শিবিরের প্রান্ত ভাগ গ্রাস হতে লাগলো। অনেক সময় আমাদের বচসা, মন্দ কথাবার্তায় মুহূর্তের মধ্যে ঈশ্বরের সমস্ত দয়া অনুগ্রহকে জলাঞ্জলি দিয়ে সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে চলে যেতে পারি। এতে ঈশ্বরের ক্রোধ প্রজ্বলিত হয়ে উঠে ও আমরা ঈশ্বর থেকে দূরে সরে যাই। আমার পাপ আমি নিজে জানি, তবে কোনো মানুষ জানে না; কিন্তু ঈশ্বর জানেন-তিনি সর্বজ্ঞ।

আমাদের পাপের জন্যে আমরা আমাদের জীবনে ক্ষমতা বলে, কৌশল খাটিয়ে, ধনসম্পত্তির জোরে অনেক যন্ত্রণা এড়াতে পারলেও, ঈশ্বরের ক্রোধ থেকে আমরা রক্ষা পেতে পারি না। ঘটনা আড়াল করলেও, সত্য চুপ করে থাকবে না-প্রকাশিত হবে। বিবেকের দংশন থেকে আমরা মুক্তি পাই না। যারা ভক্তিহীনতায় চলে ও অধার্মিকতায় সত্যের প্রতিরোধ করে তাদের প্রতি ঐশ ক্রোধ নেমে আসে। রোমীয় ১:১৮ পদে রয়েছে, 'বাস্তবিকই, যারা অধর্মের মধ্যে সত্যকে প্রতিরোধ করে, ঈশ্বরের ক্রোধ স্বর্গ থেকে সেই মানুষদের অভক্তি ও অধর্মের উপরে প্রকাশিত হচ্ছে।' সাধু পলের মতে, পাপ আমাদের এই পার্থিব জীবনকে বদলে দেবে। লোকেরা কীভাবে পাপে পতিত হয় এবং পাপ করলে কী হয়, সে-কথা পল আমাদের রোমীয় ১:২১-৩২ পদে দেখিয়ে দিয়েছেন। *(চলবে...)*

১৪তম মৃত্যুবার্ষিকী

"মৃত্যু নিয়ে জীবনের থাকুক না যতই শঙ্কা-সংশয়
মৃত্যুর হাত ধরেই সূচিত জীবন এ বিশ্বাসে ধরা হউক নির্ভয়।"



দেখতে-দেখতে চলে এলো ২০ সেপ্টেম্বর। ২০১২ খ্রিস্টাব্দের এই দিনে আমাদের সকলকে শোক সাগরে ভাসিয়ে তুমি চলে গেলে পরম পিতার ডাকে সাড়া দিয়ে। তোমার শোক বয়ে কিভাবে যে ১৪টি বছর অতিবাহিত হয়ে গেল বুঝতেই পারিনি।

তারপরও বিশ্বাস করি, ঈশ্বর তাঁর বাগানের সেরা ফুলটিই তুলে নিয়েছেন তাঁর ফুলদানিতে সাজিয়ে রাখার জন্য। আজ এই বিশেষ দিনটিতে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন তোমাকে সর্বদাই তাঁর ফুলদানিতে সাজিয়ে রাখেন এবং তুমি আমাদের জন্য প্রার্থনা কর যেন আমরা সর্বদা মিলে-মিশে একে-অন্যকে ভালোবেসে আগামী দিনগুলো তোমার আদর্শে অতিবাহিত করতে পারি। তুমি ঈশ্বরের সান্নিধ্যে থেকে আমাদের জন্য প্রার্থনা ও আশীর্বাদ করো।

প্রয়াত দিপালী ডলোরীটা পালমা
জন্ম : ৪ আগস্ট, ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২০ সেপ্টেম্বর ২০১২ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম : দড়িপাড়া (পজুগ বাড়ি)
কালীগঞ্জ, গাজীপুর

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে
স্বামী : অনিল ফ্রান্সিস গমেজ

বিজ্ঞ/১৮৪/২৬

সুতোয় বাঁধা ঘুড়ি

রাখি রিটা রোজারিও

চোখে চশমাটা দিতে দিতে আমি ভাবলাম; সন্ধ্যার প্রার্থনা করে নিই। রাতের রান্না রয়েছে, আবার লেসন প্ল্যানগুলো করতে হবে। ওটা আগামীকাল কলেজে জমা দিতে হবে। সুতরাং দুটো মেয়েকে প্রার্থনার জন্য ডাকতেই, ওরা বলল, আসছি মা।

আগামীকাল দুজনেরই পরীক্ষা, তাই ওরা বলল, প্রার্থনা ছোট করে করতে। ওমা সে কি কথা! রোজ তো মধ্যরাত পর্যন্ত মোবাইল টেপো, তখন সময় নষ্ট হয় না বুঝি? শুধু প্রার্থনা করতে বললেই..... যত্তসব। আমার জীবনের সব আশা ভরসাগুলো একটা ক্ষীণ কুপিবাতির মত হয়ে গেল। দুহাত উপরে তুলে, দু'চোখে নোনা জল ভরিয়ে, শুধু স্রষ্টার প্রতি অটুট থেকেই এই প্রার্থনাতে বেঁচে রয়েছি। মাঝে মাঝে এই অকূল পাথারে জীবন নৌকাটা চালাতে ভীষণ ভড়কে উঠি। পারবো তো; কুলের নাগাল পেতে!

বাজারে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, নিত্য নৈমিত্তিক কিছু টাকা খরচের উদার দরজা, ঘর ভাড়া, লোনের চাপ সবমিলিয়ে একেবারে নাভিশ্বাস হওয়ার উপক্রম। এরকম সময় একটা অদৃশ্য সুতো যেন আমাকে প্রতিনিয়ত টেনে রাখে, সাহস দেয় সেটা হল প্রার্থনা। ওটা বোধ করি ঠিকমত করা বিপদে না পড়লে মানুষ নামক জীবটির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না।

খুব সকালে না উঠলে সময় নামক ঘড়িটার সাথে টাল সামলাতে বেশ বেগ পেতে হয়। রাতেও আবার ১টা বা ১:৩০ এর আগে বিছানায় শুতে যেতে পারি না। অগত্যা ডাইরীতে দিনের কাজগুলো লিখে একটা ফর্দ করার চেষ্টা করছি। এদিকে মাসের শেষ, তারপর হাত টান তখনই ঘরের আইপিএস এর ব্যাটারি নষ্ট হয়ে গেল। অগত্যা ব্যাটারি বাবদ অনেকগুলো টাকা তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে গেল। টাকাগুলো রাখা হয়েছিল ঘরের চাল আনার জন্য। তাই বুদ্ধি করে চালের পরিমাণ কমিয়ে আনলাম। বুঝলাম, জীবনে হিসেব করে চললেও অতর্কিত কিছু সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। আমরা না চাইলেও জীবন আমাদের তা দেয়।

কলেজের টিচার্স রুমে টিফিন টাইমে একদিন বসেছিলাম। একজন কলিগ দৌড়ে এসে বলল, জানেন, ফার্মগেট মেট্রোরেলের ৫০ কেজি বেয়ারিং প্যাড মাথায় পড়ে একজন লোক মারা গেছে। মনের ভিতর বলে উঠলাম; আহারে, লোকটা বাসা থেকে বেরিয়ে ছিল কাজের উদ্দেশ্যে। অথচ আজ তার কি পরিণতি? পরে অবশ্য পুরো খবরটা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। ভদ্রলোক জীবন দশায় যথেষ্ট ভালো, কর্মঠ ও সংসারী। দু'টো ছোট ছোট অবুঝ শিশু, স্ত্রী সবাইকে এভাবে রেখে চলে যাওয়া। আমার কাছে তখন মনে হল- স্রষ্টার এ কেমন বিচার?

দিন কতক পরের ঘটনা। একজন দৃষ্টিহীন ছাত্রীর অপরিমেয় সাফল্যের খবর। মানবিক বিভাগ থেকে GPA-5 পেয়ে এ বছর এইচএসসিতে ও পাস করেছে। ওর বাবা-মা আর ওর ওই দৃষ্টিহীন চোখে আজ ভগবানের প্রতি অসীম কৃতজ্ঞতার বারিধারা। কিছু না



থাকলেও অনেক কিছু পাওয়া যায়। নিজেই মনে মনে ভাবতে লাগলাম; এ তোমার কেমন লীলা? মস্তিষ্কের নিউরন গুলোতে মজবুত গাঁথুনির ঠোকর আর চোখের অপটিক নার্ভ গুলোতে অন্ধকারের পাহাড়। বোধকরি, এটাই স্রষ্টার সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসা।

আমার পরিচিত অনেকেই আজ বার্ধক্যের জালে জর্জরিত। অগণিত রোগ, ক্যান্সার নামক ব্যাধির ভয়াবহতায় আক্রান্ত। কেউ কেউ এই রোগের চিকিৎসা করাতে গিয়ে আজ নিঃস্ব। এমন অনেকেই আছে যারা বিছানায় শয্যাশায়ী অনেক বছর ধরে, শরীরের পিছনে দগদগে ঘা, পুঁজ, দুর্গন্ধ নিয়ে বেঁচে আছে। যে মানুষগুলো প্রতিটা ক্ষণ বেঁচে থাকার চেয়ে মরার জন্য প্রার্থনা করে বেশি। কারণ এই মানুষগুলো জানে; তাকে সেবা করতে গিয়ে অন্য মানুষগুলো আজ ক্লান্ত। আজ তারা নিঃস্ব। কেউ কেউ তো লাইফ সাপোর্টে থাকে দীর্ঘদিন, পরিচিতদের মধ্যে আশার আলো কখনো জ্বলে ওঠে, কখনো দপ করে নিভে যায়।

আমার এ জীবনে এত অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনাগুলো কয়েকদিন ধরে ঘটছে, তা নিজের কাছে বড্ড অসহায় করে তুলছে। দুপুরে বাসার দরজার কাছে এক বৃদ্ধ মাসি কেঁদে কেঁদে টাকা তুলছে তার ব্লাড ক্যান্সারে আক্রান্ত মেয়ের জন্য। দয়া পরশ হয়ে কিছু টাকা দিলাম। পরে শুনলাম; উনি প্রায়ই বিভিন্ন কারণ নিয়ে এভাবে টাকা তোলেন। কেউ কেউ বিরক্ত হলো, এই হেন কাণ্ডে। আমি ভাবলাম; বয়স্ক মানুষ, টাকার প্রয়োজন তারও আছে। এমনি হাত পাতলে টাকা বা ভিক্ষা পাবে না। অগত্যা এই উপায়ে ...।

এদিকে আমার বিল্ডিংয়ের দু'পাশে অনেক বিল্ডিং। ডানে, বামে, সামনে। একদিন ঘ্রাণেন্দ্রিয় মহাশয় বেশ জেগে উঠলেন। বোধ করি, পাশের বিল্ডিংয়ে কারো জন্মদিনের উৎসব চলছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই অনেক মেহমানের আনাগোনা। এরপর খাওয়া-দাওয়া; তারপর মিউজিক, চিৎকার রাতভর...। বড় বিচিত্র এই পরিমণ্ডল। সন্ধ্যা থেকে রাতভর হৈ-হল্লা, চিৎকার চেঁচামেচি, মিষ্টি পানীয় (সভ্য জগতের এই আর কি?)। তখন মনে হল, এরা ভেবেছিলো এই পৃথিবীর একমাত্র তারাই জীব, অন্যরা অজীব।

আমারই জীবনে এত ঘটনা দেখেছি, এত ঘটনা অনুভব করেছি, তাই মাঝে মাঝে খেই হারিয়ে ফেললাম। যাকে আজ দেখলাম সুস্থ, পরের দিনই সে নেই। যিনি আছেন; শরীর স্বাস্থ্য ভালো নন, তাই আজও আছেন। ভগবানের লীলা বোঝা বড়ই ভার। তাইতো রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন- "শুধু দাঁড়িয়ে জলের দিকে তাকিয়ে থাকলে সমুদ্র পাড়ি দেয়া যায় না।"

তাই তাকিয়ে প্রার্থনা হয় না। প্রার্থনা হতে হয় ভিতর থেকে আর তাতে থাকতে হয় চেষ্টা, পরিশ্রম, আর বিশ্বাস। আমাদের জীবনে আগামীকাল যাই ঘটুক না কেন- তা মানিয়ে নেয়া, মেনে নিয়ে পথ চলায় উত্তম। নইলে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা-ভীষণ বোকামির। তাই হয়তো আমার বাসায় দুপুরে আসা বৃদ্ধ মহিলাটি সম্মানসূচক পন্থাই বেছে নিয়েছেন। কারণ ভিক্ষে চাইলে আমি হয়তো ১০০ টাকা দিতাম না বরং মাফ কর এই বলে দরজা লাগিয়ে দিতাম।

এখানে সবাই ব্যস্ত। নিজের জীবন নিয়ে। কেউ আপনার কষ্ট নিয়ে এতটা ভাবেনা যতটা আপনি ভাবেন। তাই আগামীতে যেই সত্যের মুখোমুখি আমি হচ্ছি,তা কঠিন হতে পারে; রুঢ় হতে পারে। তাতেই কি? আমি সেই কঠিনেরে ভালোবাসিলাম। বিশ্বকবি রবী ঠাকুরের কথায় প্রার্থনাকে বেছে নিলাম। বিপদ থেকে রক্ষা করো, সেটার চেয়ে বরং বিপদকে মোকাবিলা করার শক্তি চাইছি। আমার ঘুড়ি যেখানেই থাকুক, সেটা যেন স্রষ্টার সুতোয় বাধা থাকে আজীবন।

আলোচিত সংবাদ

বাণিজ্যে ভারতকে পেছনে ফেলে বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম অংশীদার এখন যুক্তরাষ্ট্র

ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য হ্রাস এবং মার্কিন পণ্যের আমদানি নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বাণিজ্যিক অংশীদারে পরিণত হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। রোববার (১৩ সেপ্টেম্বর) ফার্স্টপোস্টে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানা গেছে। বাংলাদেশের জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সাম্প্রতিক তথ্যের বরাতে ফার্স্টপোস্ট জানায়, গত অর্থবছরে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের মোট দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ২৬৭ কোটি ডলারে। অন্যদিকে ভারতের সঙ্গে এই বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ১ হাজার ৭২ কোটি ডলার, যা যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে প্রায় ১৯৫ কোটি ডলার কম। যদিও সবচেয়ে বড় বাণিজ্য অংশীদার হিসেবে শীর্ষ অবস্থান ধরে রেখেছে চীন, তবে এই নতুন পরিবর্তনটি ভারতের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। মূলত দিল্লি ও ঢাকার মধ্যে সাম্প্রতিক বাণিজ্যিক বিধিনিষেধ এবং দুই দেশের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের টানাপোড়েনের মধ্য দিয়েই এই পরিবর্তন সূচিত হয়েছে।

তথ্যসূত্র : ইত্তেফাক/টিএইচ

বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে কার্বন ক্রেডিট পাবে বাংলাদেশ

বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাজারে কার্বন ক্রেডিট অর্জন করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। ঢাকার আমিনবাজার ল্যান্ডফিলে বাস্তবায়নাধীন দেশের প্রথম বড় আকারের বর্জ্যভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প থেকে এই কার্বন ক্রেডিট পাওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে। ল্যান্ডফিলের বর্জ্য থেকে ৪২ দশমিক ৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের এই প্রকল্প বাস্তবায়নে চীনের সাথে ইতোমধ্যে অর্থায়ন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়, বিদ্যুৎ বিভাগ, পরিবেশ বিভাগ, সিটি কর্পোরেশন ও সব অংশীজনের সম্মতিতে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ২০২৮ খ্রিস্টাব্দে এই প্রকল্প থেকে জাতীয় গ্রিডে বিদ্যুৎ যুক্ত হওয়ার কথা রয়েছে এবং দেশবাসী এর সুফল পাবে। একই সঙ্গে ঢাকার বর্জ্য সংকট, ল্যান্ডফিল ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ সুরক্ষা, জ্বালানি উৎপাদন এবং বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ কার্বন অর্থনীতির একটি পরীক্ষাগার হবে। আমিনবাজার ল্যান্ডফিলের ব্যবস্থাপনার জন্য সিটি কর্পোরেশনের বার্ষিক খরচ হয় ৫২০ কোটি টাকা, চীন বিদ্যুৎ কেন্দ্র করায় সিটি কর্পোরেশনকে এই টাকা খরচ করতে হবে না। এই বিদ্যুৎ কেন্দ্র পরিবেশবান্ধব ও কার্বন নিঃসরণ কমিয়ে দেওয়ায় বাংলাদেশ প্রতিবছর কার্বন ক্রেডিট পাবে প্রায় ৯০ কোটি টাকা।

https://dailybartoman.com/news/352155

গত পাঁচ মাসে হামের টিকা পেয়েছে প্রায় দুই কোটি শিশু

চলমান হাম-রুবেলার টিকাদান কর্মসূচির আওতায় গত পাঁচ মাসে সারাদেশে ১ কোটি ৯৭ লাখ ৭১ হাজার ৭২০ জন শিশু টিকা নিয়েছে, যা লক্ষ্যমাত্রার থেকে প্রায় ১০ শতাংশ বেশি। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, চলতি বছরের মার্চ মাসের শেষের দিকে দেশে হামের প্রাদুর্ভাব দেখা দিলে সরকার দ্রুততার সঙ্গে ৫ এপ্রিল প্রথম দফায় দেশের ১৮ জেলার ৩০ উপজেলায় জরুরি টিকাদান কর্মসূচি শুরু করে। দ্বিতীয় দফায় ১২ এপ্রিল থেকে গুরুত্বপূর্ণ ৪টি সিটি করপোরেশনে (ঢাকা দক্ষিণ, ঢাকা উত্তর, বরিশাল ও ময়মনসিংহ) এবং সর্বশেষ তৃতীয় দফায় ২০ এপ্রিল থেকে সারাদেশে একযোগে হাম-রুবেলার টিকাদান কর্মসূচি শুরু হয়, যা এখনও চলমান রয়েছে। তবে দেশে এখনও হামের প্রাদুর্ভাব থাকায় আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর থেকে হাম প্রতিরোধে সরকার আবারও নতুন করে ব্যাপকভাবে টিকা ক্যাম্পেইন শুরু করতে যাচ্ছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সরকারের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১ কোটি ৮০ লাখ ১৫ হাজার ৬৪ জন শিশুকে হাম-রুবেলার টিকা দেওয়া।

https://dailybartoman.com/news/352185

যুক্তরাজ্য থেকে সরে যেতে তিন দেশের চুক্তি

যুক্তরাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার লক্ষ্যে একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করেছে ওয়েলস, স্কটল্যান্ড এবং উত্তর আয়ারল্যান্ডের সরকার প্রধানরা। এমন চুক্তির পর ওয়েলস, স্কটল্যান্ড ও উত্তর আয়ারল্যান্ডের নেতারা ঘোষণা করেন, 'ওয়েস্টমিনস্টারের সময় ফুরিয়ে আসছে'। সোমবার (১৪ সেপ্টেম্বর) একটি বৈঠকে বসেন ওয়েলসের সরকার প্রধান ও প্লেড সিমরু দলের নেতা রুন আপ ইয়োরওয়ার্থ, উত্তর আয়ারল্যান্ডের সরকার প্রধান ও সিন ফেইন দলের শীর্ষস্থানীয় নেতা মিশেল ও'নিল, স্কটল্যান্ডের সরকার প্রধান ও স্কটিশ ন্যাশনাল পার্টির নেতা জন সুয়েনি। বৈঠকে তিনটি প্রদেশ যুক্তরাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হতে একমত পোষণ করে এবং একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তিটি, যা আইনত বাধ্যতামূলক নয়, তাতে বলা হয়েছে যে এটি 'যুক্তরাজ্যের অর্থায়ন ব্যবস্থার পরিচালনা এবং আমাদের সাংবিধানিক ভবিষ্যতের উপর ক্ষমতার মতো ক্ষেত্রগুলিতে ওয়েলস এবং স্কটল্যান্ডের জন্য বৃহত্তর ন্যায্যতার দাবিতে জোর দেবে'। চুক্তিতে আরও বলা হয়, ওয়েস্টমিনস্টারের কোনো সরকারেরই "গণতন্ত্রকে বাধা দেওয়ার" অধিকার নেই। প্রতিটি জাতি "নিজস্ব উপায়ে ও নিজস্ব সময়ে" তাদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে।

https://www.mzamin.com/article/41283

১৫ বছরের কম বয়সীদের অনলাইনে 'নিষিদ্ধ' করতে যাচ্ছে ইইউ

১৫ বছরের কম বয়সীদের জন্য সোশ্যাল মিডিয়া, ভিডিও শেয়ারিং প্ল্যাটফর্ম, এআই চ্যাটবট এবং অনলাইন গেমিং নিষিদ্ধ করার একটি প্রস্তাব আনছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন। বার্তা সংস্থা রয়টার্স ইউরোপীয় কমিশনের একটি খসড়া নথির বরাতে এই চাঞ্চল্যকর তথ্যের কথা জানিয়েছে। বিশ্বজুড়ে মেটার ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রাম, টিকটক, গুগলের ইউটিউব এবং চ্যাটজিপিটির মতো জনপ্রিয় ডিজিটাল সেবাগুলোর ক্ষতিকর প্রভাব নিয়ে সন্তানদের মানসিক স্বাস্থ্যের সুরক্ষা ভাবিয়ে তুলেছে বাবা-মা ও নীতিনির্ধারকদের। তারই পরিপ্রেক্ষিতে 'ইইউ কিডস অ্যাক্ট'-এর অধীনে ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ফন ডার লিয়েন এবং ইইউর প্রযুক্তিবিষয়ক প্রধান হেনো ভির্কুনেন আগামী বৃহস্পতিবার আনুষ্ঠানিকভাবে এই প্রস্তাব উপস্থাপন করবেন। নথিতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, ডিজিটাল সেবার বিপুল সুযোগ শিশুরা পাবে, তবে তাদের শোষণ বা অপব্যবহার থেকে সুরক্ষা দেওয়াটাই মূল উদ্দেশ্য।

https://www.kalerkantho.com/online/world/2026/09/15/1739214

পাকিস্তানের ১১ পয়েন্ট কেটে নিল আইসিসি

বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে খেলে ৯ দল। পয়েন্ট তালিকায় পাকিস্তানের অবস্থান ঠিক ৯ নম্বরেই। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের তৃতীয় ও শেষ টেস্টে স্লো ওভার রেটের কারণে পাকিস্তানের ১১ পয়েন্ট কেটে নিয়েছে আইসিসি। আইসিসি এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, এজবাস্টন টেস্টে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ১১ ওভার কম বোলিং করেছিল পাকিস্তান। সময়ের ছাড় হিসাব করার পরও ঘাটতি পূরণ হয়নি। তাই আইসিসির নিয়ম অনুযায়ী, প্রতি ওভারের জন্য একটি করে পয়েন্ট কাটা গেছে পাকিস্তানের। পাশাপাশি ম্যাচ ফির ৫০ শতাংশ জরিমানাও হয়েছে দলটির। তিন টেস্টের সিরিজটির শুরুতে পাকিস্তান ছিল টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ পয়েন্ট তালিকার ৮ নম্বরে। হেডিংলিতে প্রথম টেস্টে ইনিংস ব্যবধানে হারের পর নেমে যায় ৯ নম্বরে। এজবাস্টন টেস্টের আগে পাকিস্তানের পয়েন্ট ছিল ১৬। ১১ কেটে নেওয়ায় এই মুহূর্তে মাত্র ৫।

https://www.prothomalo.com/sports/cricket/28x65gv9wu



তারা নামের এক দয়ালু ছোট্ট মেয়ে

একদা জঙ্গলের কাছে একটি ছোট কুঁড়েঘরে তারা নামে এক ছোট্ট মেয়ে তার মায়ের সাথে বাস করত। তারা ছিল খুব শান্ত স্বভাবের ও দয়ালু একটি মেয়ে। প্রতিদিন সে তার মায়ের সাথে কাঠ সংগ্রহ করতে জঙ্গলে যেত। সেদিনও যথারীতি তারা তার মায়ের সাথে জঙ্গলে গিয়েছিল এবং তার মা যখন জঙ্গলে কাঠ সংগ্রহে ব্যস্ত ছিল, তারা একটি গাছের গুঁড়ির উপর বসে তার চারপাশে সুন্দর গাছপালা আর উড়ন্ত পাখিদের দেখছিল। হঠাৎ একটি ছোট্ট সুন্দর খরগোশ তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল এবং সে খরগোশটির দিকে ছুটে গেল। খরগোশটি তারাকে কাছে আসতে দেখামাত্রই জঙ্গলের দিকে দৌড়ে পালাল এবং তারা খেলার ছলে খরগোশটিকে তাড়া করতে লাগল।

তারা দ্রুত দৌড়ে গিয়ে অবশেষে খরগোশটিকে ধরে ফেলল। তারা খরগোশটিকে কোলে নেওয়া মাত্রই, সেটি হঠাৎ তার হাত থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল এবং তার সামনে একটি সুন্দর পরী আবির্ভূত হলো। তারা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল; সে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। পরীকে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কে?"



পরীটি তারাকে বলল যে এক ডাইনি তাকে অভিশাপ দিয়ে খরগোশে পরিণত করেছিল আর ডাইনিটি পরীকে বলেছিল যে, কেবল কোনো নিষ্পাপ ও দয়ালু ব্যক্তি তাকে স্পর্শ করলেই সে তার আসল রূপে ফিরে আসবে। আর যখন তারা খরগোশটিকে স্পর্শ করল, তখন ডাইনির অভিশাপ ভেঙে গেল এবং পরীটি তার আসল রূপে ফিরে আসতে পারল। পরীটি ছোট্ট তারাকে বলল, "একটি ইচ্ছা করো, আমি তোমাকে তা পূরণ করে দেব।"

তারা একটি কথাও বলতে পারল না, কারণ সে এইমাত্র যা দেখল ও শুনল তা তখনও বিশ্বাস করতে পারছিল না। তারার অবস্থা বুঝতে পেরে পরীটি তাকে একটি জাদুর কাঠি দিল এবং বলল যে, যখনই সে তার কোনো মনের ইচ্ছা পূরণ করতে চাইবে, যেন কাঠিটি বাতাসে ঘোরায় এবং ইচ্ছাটি প্রকাশ করে। তার ইচ্ছা সঙ্গে সঙ্গে পূরণ হয়ে যাবে!

পরীটি তারাকে বলল যে কেবল একটি ইচ্ছাই পূরণ হবে এবং এই বলে পরীটি অদৃশ্য হয়ে গেল।

তারা আনন্দের সাথে তার মায়ের কাছে ফিরে গেল এবং একসাথে কাঠ সংগ্রহ করে তারা বাড়ি ফিরে এল। সেখানে পৌঁছে তারা দেখল, তার বাড়ির সামনে একটি গুরুতর আহত হাতির বাচ্চা শুয়ে আছে। তারা ছুটে হাতির বাচ্চাটির কাছে গেল এবং দেখল যে তার শরীর থেকে প্রচুর রক্ত ঝরছে এবং সে যন্ত্রণায় কাঁদছে। তারা বুঝতে পারছিল না যে অসহায় হাতির বাচ্চাটিকে সাহায্য করার জন্য কী করবে। হঠাৎ তার পরীর দেওয়া জাদুর কাঠিটির কথা মনে পড়ল এবং সে আনন্দে লাফিয়ে উঠল। তারা জাদুর কাঠিটি বাতাসে ঘোরাল এবং হাতির বাচ্চাটিকে সুস্থ করে তার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিতে বলল। আর হঠাৎ হাতির বাচ্চাটির ক্ষত অদৃশ্য হয়ে গেল এবং সে আনন্দে নাচতে লাগল। হাতির বাচ্চাটিকে সাহায্য করতে পেরে তারার খুব ভালো লাগল।

তখন পরীটি তারার সামনে আবার আবির্ভূত হয়ে তাকে বলল, সে তারার এই দয়াশীল কাজে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছে এবং তাকে পৃথিবীর সমস্ত ধন-সম্পদ দান করল। এরপর তারা ও তার পরিবার সুখে শান্তিতে বসবাস করতে লাগল।

(সংগ্রহে: ইন্টারনেট)

পড়াশোনার আনন্দ

পিয়াল গমেজ

সকাল হলে খাতা-কলম,
লেখাপড়ায় দিও মন।
ঘুম থেকে আজ উঠবে ভোরে,
বইয়ের পাতা নিবি কোলে।

সূর্যি মামা উঠছে হেসে,
পড়াশোনা ভালোবাসে।
বর্ণমালা শিখি সুখে,
হাসি ফোটে সবার মুখে।

অ-আ-ক-খ পড়তে হবে,
জ্ঞান ছড়াবে চারিদিকে।
অংকে আবার কতো খেলা,
কাটছে মোদের পড়ার বেলা।

মায়ে বলে সোনা আমার,
জ্ঞানের সাগর ভরো এবার।
বাবা বলেন মন দিয়ে যাও,
বড় হতে সিঁড়ি পাবে নাও।

স্কুল যাবো ব্যাগটি পিঠে,
মন বসে না কোনো মিছে।
ছবি আঁকা, সাথে গান,
লেখাপড়া আসল প্রাণ।

গুরুজনদের করো প্রণাম,
সবার মুখে মিষ্টি গান।
নিয়ম করে পড়তে বসি,
মুখের পরে মিষ্টি হাসি।

আলসেমিকে দূরে ঠেলে,
খেলার সময় যাবো খেলে।
রোজ সকালে পড়া শেষে,
খেলবো মোরা ভালোবেসে।

ভালো ছেলে, ভালো মেয়ে,
সবাই তোমায় দেখবে চেয়ে।
দেশের আলো বাড়াবে তুমি,
সোনার আমার এই মাতৃভূমি।

খাতার পাতা পরিপাটি,
সবে মিলে দিই হাঁটি হাঁটি।
পড়ালেখা করবে যারা,
আকাশ ছোঁবে দীপ্ত তারা!

কেমন তোমার ছবি এঁকেছি!



সুস্মিতা কিস্কু



উত্তম মেষপালক ক্যাথিড্রাল ধর্মপল্লীতে অনুষ্ঠিত হলো পালকীয় কর্মশালা



ফাদার জের্ভাস মুরমু: ১১ অক্টোবর, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শুক্রবার ফাদার এফ. চেষ্কাতো হল রুমে (কারিতাস মহিষবাথান), রাজশাহীতে উত্তম মেষপালক ক্যাথিড্রাল ধর্মপল্লী পর্যায়ে পালকীয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় রাজশাহী ধর্মপল্লীর ভিকার জেনারেল ফাদার ফাবিয়ান মার্ডী, ফাদার বাপ্পী ক্রুশ, ফাদার জের্ভাস মুরমু, ফাদার বিশ্বনাথ মার্ডী, সবিতা মার্ডী, ভিনসেন্ট চঁড়ে ও মনিকা বাড়ৈ এবং অন্যান্য গ্রাম থেকে আগত প্রায় ৭৮ জন উপস্থিত ছিলেন। এই কর্মশালায় মূলভাব হিসেবে বেছে নেওয়া হয়, "খ্রিস্টবিশ্বাসে আমরা প্রেরিত: 'হায়রে আমি মঙ্গলসমাচার যদি প্রচার না করি' (১ম করিন্থীয় ৯:১৬)।

শুরুতে সকাল ৯টায় ফাদার জের্ভাস মুরমু প্রার্থনা অনুষ্ঠান পরিচালনা এবং সার্বিক মঙ্গল কামনায় ফাদার বাপ্পী ক্রুশ পবিত্র আত্মার কাছে প্রার্থনা নিবেদন করেন। পরে অতিথিদের নাচ ও ফুলের মধ্যদিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়।

প্রথম অধিবেশনে মিসেস সবিতা মার্ডী খ্রিস্টভক্ত হিসাবে আপনি কীভাবে পরিবার, সমাজ ও সংস্কৃতি এবং ধর্মপল্লীতে খ্রিস্টবাণী প্রচার করবেন এবং বাণীপ্রচারের জন্য আর কী কী করতে পারেন? এর পরিপ্রেক্ষিতে সাবলীল ভাষায় বক্তব্য প্রদান করা হয়।

প্রতিটি অধিবেশনের উপর ভিত্তি করে আত্মার শক্তিতে নীরব ধ্যান এবং পরবর্তীতে প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপর ভিত্তি করে দুই মিনিট সহভাগিতা করা হয়।

দ্বিতীয় অধিবেশনে ফাদার ফাবিয়ান মার্ডী মূলবিষয়ের উপর ভিত্তি করে বলেন, বাপ্তিস্মের মাধ্যমে একজন বিশ্বাসী যখন খ্রিস্টের সঙ্গে যুক্ত হন, তখন তিনি রাজা, ভাববাদী এবং পুরোহিতের দায়িত্বে অংশীদার হন। ভাববাদীতার মূল কাজই হলো ঈশ্বরের বাণী ও প্রেমের সাক্ষ্য দেওয়া।

তৃতীয় অধিবেশনে মি. ভিনসেন্ট চড়ে মঙ্গলবাণী প্রচার বিষয়ক বক্তব্য প্রদান করেন। উক্ত অধিবেশনের উপর ভিত্তি করে দুই মিনিট নীরব ধ্যান ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে সহভাগিতা করা হয়। এরপর উত্তর ভিকারিয়া পর্যায়ে পালকীয় সম্মেলনে বাস্তবায়নযোগ্য কর্মপরিকল্পনা উপর পুনরাবৃত্তি করা হয়। শেষে সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানানো হয় এবং কর্মশালা শেষে সবার জন্য দুপুরের আহার ব্যবস্থা করা হয়।

আনন্দঘন পরিবেশে অনুষ্ঠিত হলো 'ক্রিশ্চিয়ান স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশন' (CSO)-এর ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও এসএসসি উত্তীর্ণদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান



ফ্লাভিয়ান ডি'কস্তা: গত ২১ আগস্ট ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম আর্চডায়োসিসের অন্তর্গত ক্যাথেড্রাল প্যারিশের দীর্ঘদিনের যুব সংগঠন 'ক্রিশ্চিয়ান স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশন' (সিএসও)এর ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অত্যন্ত আনন্দঘন পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রায় ৪০ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। প্রারম্ভে সিএসও'র সভাপতি জনাব গ্রেগরি গোমেজের স্বাগত বক্তব্যের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটি শুরু হয়। তিনি তাঁর বক্তব্যে সংগঠনের দীর্ঘ পথ চলা, সদস্যদের মধ্যকার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক এবং তরুণদের মাঝে নৈতিক, মানবিক ও খ্রিস্টীয় মূল্যবোধ বিকাশে সিএসও-র ভূমিকার ওপর আলোকপাত করেন।

এছাড়া সিএসও'র চ্যাপলেইন ফাদার রিগান ক্লিমেন্ট ডি'কস্তা এবং উপদেষ্টা জনাব ফ্লাভিয়ান ডি'কস্তাও এই আয়োজনে বক্তব্য রাখেন। তাঁরা সংগঠনের আদর্শ ও মূল্যবোধকে আরও সুদৃঢ় করার পাশাপাশি এর সমৃদ্ধ ঐতিহ্য ও অর্জনকে সমুন্নত রাখার জন্য বর্তমান প্রজন্মের সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানান। উক্ত অনুষ্ঠানে সিএসও'র প্রাক্তন সভাপতি, প্রাক্তন সদস্য এবং বর্তমান সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপনের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিল সিএসও-র ইতিহাস ও ঐতিহ্য বিষয়ক আলোচনা। সিএসও-র প্রতিষ্ঠাতা কমিটির আহ্বায়ক জনাব এলড্রিক বিশ্বাস সদস্যদের সামনে সংগঠনের প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট, ৪৭ বছরের পথচলা, নানাবিধ কার্যক্রম এবং উল্লেখযোগ্য স্মৃতি ও অর্জনের বিষয়বস্তু তুলে ধরেন। এছাড়া তাঁর আলোচনায় সিএসও'র ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়সমূহ এবং এই সংগঠনের মাধ্যমে বেড়ে ওঠা বিভিন্ন প্রজন্মের তরুণদের অবদানের কথাও উঠে আসে।

এরপর কেক কাটার মধ্য দিয়ে সিএসও'র ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করা হয়। অতঃপর সংগঠনের প্রাক্তন ও বর্তমান সদস্যরা একে অপরের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন এবং আনন্দঘন মুহূর্ত ভাগ করে নেন।

অনুষ্ঠানটির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল ক্যাথেড্রাল প্যারিশের এসএসসি-২০২৬ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা ও সনদ পত্র প্রদান করা। পাশাপাশি, তাদের নৈতিক ও খ্রিস্টীয় মূল্যবোধ সমুন্নত রাখার এবং সমাজ ও দেশের কল্যাণে কাজ করার জন্য উৎসাহিত করা হয়।

সদস্যদের পরিবেশনায় নাচ, গান ও বিবিধ পরিবেশনা নিয়ে আয়োজিত একটি উপভোগ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সমাপ্তি ঘটে।

৪৭ বছরের দীর্ঘ যাত্রাপথে, 'ক্রিশ্চিয়ান স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশন' ক্যাথেড্রাল প্যারিশের তরুণ-তরুণীদের মধ্যে খ্রিস্টীয় মূল্যবোধ, নেতৃত্বগুণ, বন্ধুত্ব এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার চেতনা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর এই আয়োজন কেবল সংগঠনের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যকে স্মরণ করার সুযোগই করে দেয়নি, বরং নতুন প্রজন্মের সদস্যদের সংগঠনের ভবিষ্যৎ যাত্রায় আরও সক্রিয় ও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনেও অনুপ্রাণিত করছে।

তথ্যসূত্র: *চট্টগ্রাম আর্চডায়োসিস নিউজ সার্ভিস*

বনপাড়া ধর্মপল্লীতে মা মারীয়া সংঘের পর্ব উদ্‌যাপন



ফাদার বকুল ক্রুজ: মা মারীয়া সংঘের আয়োজনে বনপাড়া ধর্মপল্লীতে পালিত হলো মা মারীয়ার জন্মদিন ও মারীয়া সংঘের পর্বদিন। ৮ সেপ্টেম্বর এই অনুষ্ঠানে বনপাড়া মারীয়া সংঘের সদস্যাবৃন্দ, মানগাছা হতে আগত অতিথিবৃন্দ ও বনপাড়া পালকীয় পরিষদের কয়েকজন সদস্যসহ ১৩০ জন অংশগ্রহণ করেন। দিবসব্যাপী এই আয়োজন শুরু হয় পবিত্র খ্রিস্টযাগের মধ্য দিয়ে। খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন বনপাড়া ধর্মপল্লীর পাল পুরোহিত ফাদার দিলীপ এস. কস্তা। তিনি উপদেশে বলেন, আমাদের প্রতিদিনের যাত্রা যেন হয় মা মারীয়াকে সঙ্গে নিয়ে, তবেই আমরা তার প্রকৃত শিষ্য-শিষ্যা হয়ে উঠতে পারবো। পর্ব পালনের জন্য মারীয়া সংঘের সদস্যাগণ নয়দিনব্যাপী নভেনা ও পাপস্বীকারের মধ্য দিয়ে নিজেদের প্রস্তুত করেন। খ্রিস্টযাগের পর মারীয়া সংঘের সদস্যাগণ বিভিন্ন আলোচনা, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, নাচ-গান ও অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্যের মধ্যদিয়ে দিনটি অতিবাহিত করেন।

তথ্যসূত্র: বরেন্দ্র দূত

গুল্টা আভে মারীয়া ধর্মপল্লীতে অনুষ্ঠিত হলো পরিবারে জপমালা প্রার্থনা বিষয়ক সেমিনার



ফাদার অনিল ইগ্নেসিউস মারাণ্ডী: গত ৭ থেকে ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, রাজশাহী ধর্মপ্রদেশীয় হলিক্রস ফ্যামিলি ও রোজারী মিনিস্ট্রি'র সহযোগিতায় গুল্টা আভে মারীয়া ধর্মপল্লীতে অনুষ্ঠিত হলো পরিবারে জপমালা প্রার্থনা বিষয়ক সেমিনার। এ সেমিনারের মূলসুর ছিল, "এসো জপমালা প্রার্থনা করি, কুমারী মারীয়ার আদর্শে জীবন গড়ি"। এতে ধর্মপল্লীর পাল পুরোহিত, সহকারী পাল পুরোহিতসহ ৩ জন ফাদার, ৪ জন সিস্টার ও বিভিন্ন গ্রামের মারীয়া সংঘের নারী-পুরুষ এবং বোর্ডিং'র ছেলেমেয়েসহ প্রায় ১৬০ জন অংশগ্রহণ করেন।

আগের দিন সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত এ সেমিনারের শুরুতে ছিলো রোজারীমালা প্রার্থনা, পাপস্বীকার ও মা মারীয়ার বিষয়ক ভিডিও প্রদর্শন। পরের দিন সকালে সেমিনারে ফাদার অনিল মারাণ্ডী মূলবিষয়ের উপর আলোচনা করেন। ফাদার বলেন, মা শব্দটি এতো মধুর, যখনই মা শব্দটি শুনি ঠিক তখনই হৃদয়ের মধ্যে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও মধুর ভালবাসার অনুভূতি জেগে উঠে। তিনি আরো বলেন, কাথলিক খ্রিস্টবিশ্বাসী হিসেবে জপমালা প্রার্থনার মাধ্যমে ভক্তি, ভালবাসা, চাওয়া-পাওয়া, নিবেদন-আবেদন, শ্রদ্ধা মা মারীয়ার মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বরের নিকট নিবেদন করি।

এরপর মা মারীয়ার প্রতিমূর্তি নিয়ে শোভাযাত্রা শেষে সকলে পবিত্র খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করেন। পবিত্র খ্রিস্টযাগের উপদেশে ফাদার অনিল মারাণ্ডী মা মারীয়ার ৯টি গুণ নিয়ে সহভাগিতা করেন। উল্লেখ্য, দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার দলিলে বলা হয়েছে, মারীয়া হচ্ছেন পরিত্রাণের আশা ও আলোকচ্ছটা। পবিত্র খ্রিস্টযাগে মারীয়া সংঘের সদস্যাগণ প্রতিজ্ঞা নবায়ন করেন।

শেষে, পবিত্র খ্রিস্টযাগের পর সংঘের সদস্যাদের মা মারীয়ার ছবি প্রদান করা হয়। এবং অংশগ্রহণকারী সাথী রায় তাঁর অনুভূতি ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, "আমার মা অনেক অসুস্থ ছিল। আমি প্রতিদিন মা মারীয়ার মধ্যস্থতায় ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছি। ঈশ্বর আমার মায়ের প্রতি অনেক সদয় হয়েছেন। আমার মা এখন অনেকটাই সুস্থ।"

তথ্যসূত্র: আরভিএ সংবাদ

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
প্রতিবেশী'র বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ করেছেন কি?

LAMB – Employment Opportunity

LAMB is a well-run major mission **Hospital, Community Health Development, Training** and **Research** organization. Services cover more than 6.3 million people in North West Bangladesh.

There is a vacancy for the following contractual position under the Community Health and Development Program (CHDP).

Position: Technical Specialist – Health and Education **Post: 1 (Female)**

Job Summary: The Technical Specialist – Health and Education will communicate and coordinate closely with Government Health Officials and CHDP/Hospital teams. She will lead and support fistula-related seminars, workshops, and diagnostic camps, and work in close collaboration with the hospital fistula team. The role involves participation in clinical fistula diagnosis, fistula camps, and the delivery of patient care in both OPD and IPD settings. She will also serve as a member of the Nursing and Midwifery faculty team.

Essential Requirements: MBBS with a valid BMDC license/registration. Candidate should have minimum of 3 years of experience in public health or community development. The candidate should demonstrate enthusiasm for continuous learning and clinical practice in a hospital setting, along with interest in teaching Nursing and Midwifery students and facilitation workshop/seminars on Obstetric Fistula. Knowledge of best practices, approaches, and methodologies related to SRHR. Applicants should have good computer knowledge, especially in MS Word, MS Excel, and MS PowerPoint, and excellent spoken and written English language skills are essential.

Age: Maximum 45 years, but flexible for an experienced candidate.

Salary: Grand total salary of Tk. 52,800/- per month, inclusive all benefits. The remuneration package includes a contract end allowance, conveyance allowance, medical benefit, provident fund, critical illness and death benefits, and recreation contribution, with the organization's contribution as applicable.

Job Location: Rangpur and Rajshahi Division.

Qualified candidates are requested to apply with a cover letter along with an updated CV (mentioning two references name), all educational & experience certificates, NID and recent passport size photograph to the **HR Department, LAMB, P.O. Parbatipur, Dinajpur-5250, Bangladesh**; alternatively, email to **hrjobs@lambproject.org;** Please mention the position name on top of the envelope or with the subject line of the email.

Application Deadline: 30 September 2026.

N.B. Only shortlisted candidates will be notified. Any kind of persuasion will be considered as disqualified.

LAMB authority holds the right to accept or reject any or all applications without giving any reasons.

LAMB is a smoke-free organization.

"At LAMB we are committed to zero tolerance of the abuse or exploitation of children and vulnerable adults."

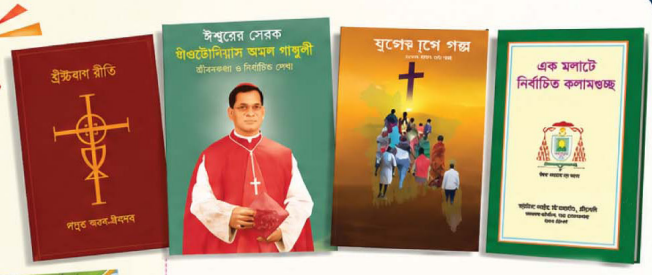
Follow us: bdjobs.com LinkedIn **www.lambproject.org**

ল্যাম্ব LAMB | যেন জীবন পরিপূর্ণ হয় That all may have abundant life | সমন্বিত পল্লী স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন Integrated Rural Health and Development

বিজ্ঞ/১৮৫/২৬

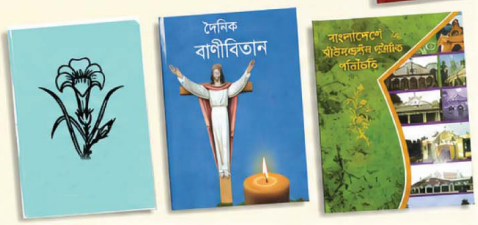
সুখবর! সুখবর!! সুখবর!!!

পাওয়া যাচ্ছে!
পাওয়া যাচ্ছে!!



পাওয়া যাচ্ছে –

- দৈনিক বাইবেল ডায়েরী - ২০২৭ (Bible Diary - 2027),
- দৈনিক বাণীবিতান,
- প্রার্থনাবিতান
- ক্রুশ
- মেডেল
- বড়দিনের কার্ড
- গোশালা ঘর



- খ্রিস্টযাগ রীতি
- খ্রিস্টযাগ উত্তরদানের লিফলেট
- ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী'র বই
- এক মলাটে নির্বাচিত কলামগুচ্ছ

- যুগে যুগে গল্প
- সমাজ ভাবনা
- প্রণাম মারীয়া: দয়াময়ী মাতা
- বাংলাদেশে খ্রীষ্টমণ্ডলীর পরিচিতি
- খ্রিস্টমণ্ডলী ও পালকীয় কর্মকাণ্ড (১ম ও ২য় খণ্ড)
- বাংলাদেশে খ্রিস্টধর্ম ও খ্রিস্টমণ্ডলীর ইতিকথা
- স্বচক্ষে দেখা পবিত্র বাইবেলের মহিমা

শীঘ্রই পাওয়া যাবে ২০২৭ খ্রিস্টাব্দের বাইবেলভিত্তিক খ্রিস্টীয় ক্যালেন্ডার ও প্রাহরিক প্রার্থনার বই।

অতি শীঘ্রই যোগাযোগ করুন এবং অর্ডার দিন।



যোগাযোগের ঠিকানা

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
হলি রোজারি চার্চ
তেজগাঁও, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
সিবিসিবি সেন্টার
২৪/সি আসাদ এভিনিউ, মোহম্মদপুর, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
নাগরী পো: অ: সংলগ্ন
গাজীপুর।

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র
২০২৬-এর বড়দিন সংখ্যার জন্য
লেখা আহ্বান!
সুবর্ণ সুযোগ! সুবর্ণ সুযোগ!!

সুপ্রিয় লেখক-লেখিকাবৃন্দ,
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পক্ষ থেকে খ্রিস্টীয় শুভেচ্ছা নিবেন। এ বছর সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর "বড়দিন সংখ্যা ২০২৬" নতুন আঙ্গিকে ও নতুন পরিসরে প্রকাশ পেতে যাচ্ছে। তাই বড়দিন সংখ্যা ২০২৬ এর জন্য আপনার সুচিন্তিত লেখা (প্রবন্ধ ও নিবন্ধ, গল্প, স্মৃতিকথা, স্বাস্থ্য সমাচার, কবিতা ও কলাম) বিভাগ উল্লেখপূর্বক (খোলা জানালা, সাহিত্য মঞ্জুরী, যুব তরঙ্গ, মহিলাঙ্গণ) পাঠিয়ে দিন আগামি ১৫ নভেম্বর ২০২৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে।

লেখা পাঠানোর নিয়মাবলী:

১. যে কোন লেখায় উদ্ধৃতি বা কোন তথ্য সহায়তা নিলে তার জন্য অবশ্যই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে হবে। তাছাড়া তথ্যসূত্রও জানাতে হবে। এ ব্যাপারে আপনাদের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করি।
২. আপনাদের লেখা পূর্বে কোথাও ছাপানো হয়ে থাকলে, তা জানাতে হবে অর্থাৎ কোথায়, কখন ছাপানো হয়েছে, তা উল্লেখ করতে হবে। অথবা 'সৌজন্যে' লিখতে হবে।
৩. লেখা কম্পোজ করে, Sutonny MJ ফন্টে এবং MS Word 97-2003 Document-এ পাঠাতে হবে। হাতের লেখা গ্রহণ করা হয়, তবে তা কাগজের এক পৃষ্ঠায়, স্পষ্টভাবে লিখতে হবে।
৪. মণ্ডলীর শিক্ষার পরিপন্থী, কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে সরাসরি, কিংবা নাম উল্লেখ করে কোন লেখা, তা ছাড়া মানবিক মর্যাদা, অধিকার ও মূল্যবোধ ক্ষুন্ন হয় এমন লেখা পরিহার যোগ্য।
৫. লেখা মান সম্মত হলেই কেবল ছাপানো হয়।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার,
ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
E-mail : wklypratibeshi@gmail.com

বর্ষ ৮৬ ❖ সংখ্যা - ৩৩
THE WEEKLY PRATIBESHI
Regd. No. DA-33
❖ 20 - 26 September, 2026, ৫ - ১১ আশ্বিন, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

BOOK POST



সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যার জন্য
বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

সুপ্রিয় পাঠক, গ্রাহক এবং শুভাকাঙ্ক্ষী ভাইবোনেরা শুভেচ্ছা নিবেন। খ্রিস্টানদের সবচেয়ে বড় আনন্দোৎসব 'বড়দিন' উপলক্ষে 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। গত বছরের ন্যায় এবারের 'বড়দিন সংখ্যাটি' বড়দিনের আগেই পাঠক ও গ্রাহকদের হাতে তুলে দেয়ার আন্তরিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। এই শুভ উদ্যোগকে সফল করতে লেখক ও বিজ্ঞাপনদাতাসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য। আমরা আশা ও বিশ্বাস করি সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা, সহযোগিতা ও সমর্থনে 'প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যাটি' কাঙ্ক্ষিত সময়ে পাঠক-পাঠিকা, গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে পৌঁছে দিতে সক্ষম হবো। এই মহৎ উদ্যোগকে সফল করার জন্য আপনিও সক্রিয় অংশগ্রহণ করুন।

আকর্ষণীয় বড়দিন সংখ্যার জন্য
বিজ্ঞাপন দিন

সম্মানিত বিজ্ঞাপনদাতাগণ
বহুল প্রচারিত ও ঐতিহ্যবাহী 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দেওয়ার কথা কি ভাবছেন? রঙিন কিংবা সাদা-কালো, যেকোন সাইজের, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, প্রাতিষ্ঠানিক সকল প্রকার বিজ্ঞাপন ও শুভেচ্ছা আমাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। আমরা আশা করি দেশ-বিদেশের বন্ধুগণ, আপনারা আর দেরি না করে আপনাদের বিজ্ঞাপন ও শুভেচ্ছাগুলো আজই আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন।

বিগত কয়েক বছরের মতোই এবারের বড়দিন সংখ্যা বিজ্ঞাপন হার: -

বিজ্ঞাপনের অবস্থান ও ধরণ	বাংলাদেশী টাকা	ইউরো	ইউএস ডলার
শেষ কভার (চার রঙ)	৫০,০০০ টাকা	৫৫৫ ইউরো	৭২০ ইউএস ডলার
প্রথম কভার ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	৪০,০০০ টাকা	৪৪৫ ইউরো	৫৮০ ইউএস ডলার
শেষ কভার ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	৪০,০০০ টাকা	৪৪৫ ইউরো	৫৮০ ইউএস ডলার
ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	২৫,০০০ টাকা	২৮০ ইউরো	৩৬০ ইউএস ডলার
ভিতরে অর্ধপৃষ্ঠা (চার রঙ)	১৫,০০০ টাকা	১৭০ ইউরো	২২০ ইউএস ডলার
ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	১২,০০০ টাকা	১৩৫ ইউরো	১৮০ ইউএস ডলার
ভিতরে অর্ধপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	৭,০০০ টাকা	৮০ ইউরো	১০০ ইউএস ডলার
ভিতরে এক চতুর্থাংশ (সাদা-কালো)	৪,০০০ টাকা	৪৫ ইউরো	৬০ ইউএস ডলার
সাধারণ প্রথম পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	২০,০০০ টাকা	২২৫ ইউরো	২৯০ ইউএস ডলার
সাধারণ শেষ পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	২০,০০০ টাকা	২২৫ ইউরো	২৯০ ইউএস ডলার

আর দেরি নয়,
আসন্ন বড়দিনে প্রিয়জনকে শুভেচ্ছা জানাতে এবং আপনার প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিতে আজই যোগাযোগ করুন।

বি: দ্র: শুধুমাত্র বাংলাদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশী বিজ্ঞাপনদাতাদের জন্য বাংলাদেশী টাকায় বিজ্ঞাপন হারটি প্রযোজ্য।

বিজ্ঞাপনদাতাদের সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি, বিজ্ঞাপন বিল অবশ্যই অগ্রিম পরিশোধযোগ্য।

বিজ্ঞাপন বিভাগ,
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০
ফোন: (৮৮০-২) ৪৭১১৩৮৮৮৫
E-mail: wklypratibeshi@gmail.com
বিকাশ
বিকাশ নম্বর:
০১৭৯৮-৫১৩০৪২

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org